POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার।'

(আল-বাকারা: ১৮৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

সংখ্যা 19

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 10 ই মে, 2018 23 শাবান 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যবৃন্দ হুযূর আনোয়ারের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং তাঁর যাবতীয় মহান উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

আমার খোদার তরফ হইতে হওয়ার ইহা এক নিদর্শন হইবে যে, আমার গৃহের চারি প্রাচীরের অন্তর্গত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ এই রোগের মৃত্যু হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং আমার সম্পূর্ণ সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে প্লেগের আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে এবং সেই শাস্তি যাহা এখানে বিরাজ করিবে, উহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন সম্প্রদায়ে পরিলক্ষিত হইবে না।

কিশতিয়ে নূহ থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি যে, সেই সর্বশক্তিমান খোদার ওয়াদা সত্য এবং আমি দেখিতেছি যে, সেই প্রতিশ্রুত দিনগুলি যেন আসিয়া গিয়াছে। আমি ইহাও জানি যে, আমাদের মহান সরকারের আসল উদ্দেশ্য হইল যেভাবেই হউক লোকে যেন প্লেগ হইতে মুক্তি পায় এবং টিকা অপেক্ষা অন্য কোন প্রতিকার ভবিষ্যতে যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে সরকার তাহা সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এমতাবস্থায় ইহা সুস্পষ্ট যে, খোদা তা'লা আমাকে যে পথে পরিচালিত করিতেছেন তাহা মহান সরকারের উদ্দেশ্যের বিরোধী নহে। আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে এই মহামারী সম্বন্ধে আমার রচিত 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামক গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এই সংবাদ মওজুদ আছে এবং এই সিলসিলার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ বরকতের প্রতিশ্রুতিও উহাতে রহিয়াছে। (বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১৮ ও ৫১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । এতদ্ব্যতীত খোদা তা'লার পক্ষ হইতে খুব জোরালো ভাষায় এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, খোদা আমার গৃহ-সীমার অন্তর্বর্তী নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকে, যাহারা খোদা এবং তাঁহার মা'মুরের (প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের) সম্মুখে অহংকার প্রদর্শন করে না, প্লেগ হইতে রক্ষা করিবেন এবং তুলনামূলকভাবে ও অপেক্ষাকৃতভাবে এই সিলসিলার উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ থাকিবে। অবশ্য ঈমানে শক্তির দুর্বলতা, আমলের ত্রুটি বা নিয়তি অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ যাহা আল্লাহ্‌ই জানেন, এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ (মৃত্যুর) ঘটনা কদাচিত হইতে পারে। কিন্তু কদাচিত ঘটনা ধর্তব্য নহে। তুলনা করিবার সময়ে সর্বদা সংখ্যাধিক্য বিবেচনা করা হয়। যেমন সরকার পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, প্লেগের টিকা গ্রহণকারীগণ অন্যের তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং কদাচিৎ মৃত্যু যেমন টিকার মূল্যকে লাঘব করিতে পারে না, তদ্রূপ এই নিদর্শনে কাদিয়ানে যদি তুলনামূলকভাবে সামান্য আকারে প্লেগের ঘটনা ঘটিয়া যায় কিম্বা এই জামাতের মধ্যে কদাচিৎ কেহ যদি এই রোগে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে এই নিদর্শনের মর্যাদা হ্রাস পাইবে না। খোদা তা'লার পবিত্র বাণী হইতে যেসব বাক্যাবলী প্রকাশ পায় উহাদের অনুসরণে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐশী বাণীর প্রতি প্রথমেই হাসি-বিদ্রূপ করা জ্ঞানী লোকের কাজ নহে। ইহা খোদার বাণী, কোন জ্যোতির্বিদের বাক্য নহে। ইহা আলোর প্রস্রবণ হইতে নির্গত, কোন অন্ধাকারে অনুমান হইতে নহে। ইহা তাঁহার বাণী, যিনি প্লেগ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাকে দূর করিতে পারেন। আমাদের সরকার এই ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য সন্দেহাতীতরূপে বুঝিবেন যখন দেখিবেন যে, টিকা গ্রহণকারীগণের তুলনায় আশ্চর্যজনভাবে এই সকল লোক নিরাপদ ও সুস্থ রহিয়াছে। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, যাহা প্রকত পক্ষে বিশ বাইশ বৎসর যাবৎ প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, সব ঘটনা সংঘটিত না হয়, তবে আমি খোদার পক্ষ হইতে নহি। আমার খোদার তরফ হইতে হওয়ার ইহা এক নিদর্শন হইবে যে, আমার গৃহের চারি প্রাচীরের অন্তর্গত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ এই রোগের মৃত্যু হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং আমার সম্পূর্ণ সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে প্লেগের আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে এবং সেই শাস্তি যাহা এখানে বিরাজ করিবে, উহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন সম্প্রদায়ে পরিলক্ষিত হইবে না। কাদিয়ানে কোন বিরল ঘটনা ব্যতীত প্লেগের ভয়াবহ ধ্বংসকারী আক্রমণ হইবে না। হায়! এই লোকগুলি যদি সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইত এবং খোদাকে ভয় করিত, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইত। কেননা, ধর্মীয় মতভেদের কারণে দুনিয়াতে কাহারও উপর আযাব নাযেল হয় না। কেয়ামতের দিন ইহার হিসাব নিকাশ হইবে। দুনিয়াতে কেবল অন্যায় আচরণ, ঔদ্ধত্য ও পাপাধিক্যের কারণেই আযাব আসিয়া থাকে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফে এমনকি তওরাতের কোন কোন কিতাবেও এই সংবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, মসীহে মওউদ (আ.)-এর সময়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইবে। এতদ্ব্যতীত হযরত মসীহ (আ.)ও ইঞ্জিলে এই সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছেন। ইহা সম্ভব নহে যে, নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী টলিতে পারে। ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, ঐশী প্রতিশ্রুতি বর্তমান থাকিতে কোন মানবীয় তদ্বীর হইতে আমাদের জন্য এইজন্য বিরত থাকা কর্তব্য, যাহাতে শত্রুগণ এই ঐশী নিদর্শনকে অন্য দিকে আরোপ করিতে না পারে। কিন্তু এই নিদর্শনের সঙ্গে যদি খোদা তা'লা নিজ বাণীর সাহায্যে কোন তদ্বীর শিখাইয়া দেন বা কোন ঔষধের কথা বলিয়া দেন, তবে এইরূপ তদ্বীর বা ঔষধে এই ঐশী নিদর্শনের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, এইগুলি সেই খোদার তরফ হইতে, যেই খোদার তরফ হইতে এই নিদর্শন। যদি কদাচিত আমার সম্প্রদায়ের কেহ প্লেগে মারা যায়, তাহাতে কেহ যেন ধারণা না করে যে, নিদর্শনের মূল্য ও মর্যাদার কোন হানি হইবে। কারণ প্রথম যুগে মূসা ও ইয়াশু (যশুয়া) এবং পরিশেষে আমাদের নবী (সা.)-এর উপর এই আদেশ হইয়াছিল যে, যাহারা তরবারী দ্বারা আক্রমণ করিয়া শত শত মানুষকে খুন করিয়াছে, তাহাদিগকে তরবারী দ্বারাই যেন হত্যা করা হয়। নবীগণের পক্ষ হইতে ইহা এক নিদর্শন ছিল যাহার ফলে মহা বিজয় লাভ হয়। যদিও পাপিষ্ঠদের মোকাবেলায় তাহাদের তরবারীতে আহলে হক (বা সৎলোকও) নিহত হইয়াছিলেন কিন্তু সংখ্যায় তাহা নিতান্ত অল্প। এই সামান্য লোকক্ষয়

শেষাংশ পাঁচের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে, ইসলামে কি মিউযিক বা সঙ্গীতের অনুমতি রয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তোমরা মিউযিক বাজিয়ে নাচানাচি করতে চাও, তবে এর অনুমতি নেই। একটি সীমা পর্যন্ত ড্রাম বাজানোর অনুমতি রয়েছে। বিবাহের অনুষ্ঠানাদিতে মহানবী (সা.)-এর যুগেও 'দাফ' (ড্রাম) বাজানো হত এবং এর মাধ্যমে আনন্দ উদযাপন করা হত। মেয়েরা এই আনন্দ করত। তোমরা বিবাহ-অনুষ্ঠানে 'দাফ' বাজিয়ে আনন্দ উদযাপন করতে পার। কিন্তু মিউযিক বাজিয়ে পিয়ানো ক্লাবে গিয়ে শেখা এবং সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের মিউযিকে সরঞ্জাম বাজানো এবং এর সঙ্গে নাচ-গান করা অনুচিত।

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে, হুযুর আনোয়ার সাদা রঙের শেরওয়ানী কেন পরেন না?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার মৃদু হেসে উত্তর দেন, তোমরা অনেক কিছু আমার পছন্দের পর না, তাই আমিও আমার পছন্দ মত পোশাক পরি।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, পানি তিন চুমুকে কেন পান করা উচিত?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: এর উদ্দেশ্য হল, তোমরা যেন ধীরে-সুস্থে পানি পান কর। এক নিঃশ্বাসে যখন তোমরা পানি পান কর তখন যে বাসনে পান কর তাতে শ্বাস গ্রহণ করা উচিত নয়। শ্বাস গ্রহণ করার ফলে নাকের জীবাণু পানিতে প্রবেশ করে। ..... প্রথমে এক-দুই চুমুক পান করে গলা ভিজিয়ে নেওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। পরে দ্বিতীয় চুমুক ও তৃতীয় চুমুক পান কর। পশুরাও তো পানি পান করে। মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য তো থাকা দরকার। অনেক সময় পশুরা এক নিঃশ্বাসে পান করতে থাকে এবং তার পর থেমে যায়। তাদের মধ্যেও বুদ্ধি আছে। তারা দুই তিন বারে পান করে। মানুষের তো বুদ্ধি আছে। থেমে থেমে পান করা স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল। অনেক সময় প্রচণ্ড তেষ্টা পায় এবং গরমের কারণে গলা এতটা শুকিয়ে যায় যে সেই সময় মানুষ পানি পান করলে একেবারে না থেমেই পান করতে থাকে আর এতটা পান করে যে, পেট খারাপ হয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই জন্য ধীরে ধীরে পান করা এবং গলা ভেজানোই উত্তম। এটি শিষ্টাচারও বটে আর এর ফলে তোমাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে এবং অসুস্থ্য হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। অতএব পানি খাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে, খুতবা তৈরী করতে হুযুরের কতটা সময় লাগে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক সময় দুই ঘন্টা লাগে আবার অনেক সময় পাঁচ-ছয় ঘন্টাও লেগে যায়। যদি উদ্ধৃতি বেশি থাকে তবে তা পড়তে দুই-তিন ঘন্টা লেগে যায়। এরপর আমি অফিস স্টাফদেরকে প্রিন্ট করে দেওয়ার জন্য দিই। যদি নিজে তৈরী করি তবে আরও তিন ঘন্টা লেগে যায়।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে, নিদ্রা এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: ঘুমের পর তোমরা পৃথিবীতে ফিরে আস। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের মধ্যে কতককে আমি ঘুমের অবস্থা থেকে ফিরিয়ে দিই। তাদেরকে জীবন দান করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিই। আর মৃত্যুর ফলে তোমরা পরকালে চলে যাও। এই জগতে আর ফিরে আস না, পরকালে চলে যাও।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে, আমাদের যদি কেউ বলে যে, আমরা মুসলমান নই, তবে আমরা তাদেরকে কি উত্তর দিব?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তাদেরকে মুসলমানের পরিভাষা জিজ্ঞাসা কর। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কলেমা তৈয়্যবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' পাঠ করে সে মুসলমান। যে আমাদের জবাইকৃত মাংস খায়, যে আমাদের খাদ্য গ্রহণ করে, আমাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে তারাও মুসলমান। কালেমা তৈয়্যবা পাঠকারী মুসলমান। আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ পাঠ করি। এই কারণে আমরা মুসলমান। তারা যদি বলে যে তোমরা মুসলমান নও, তবে তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, মুসলমান কারা? আমাদেরকে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, ব্যক্তি কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করে সে মুসলমান। এটিই সাধারণ উত্তর। আমরা মুসলমান। আমরা কুরআন করীম পড়ি। আঁ হযরত (সা.) কে মান্য করি। আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের উপর বিশ্বাস রাখি। ইসলামকে শেষ ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করি। কুরআন করীমকে শেষ গ্রন্থ বলে মানি। মহানবী (সা.) কে শেষ নবী বলে মনে করি। কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করি। এই কারণে আমরা মুসলমান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কেউ আমাদেরকে কি মনে করল তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করব, এদের কাছে নয়। তাই তোমরা তাদেরকে বলবে যে, আমরা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করি, তোমরা যদি মনে না কর, করো না। তোমাদের বোঝানোর প্রয়োজন নেই। আমরা আল্লাহ্ কাছে জীবন দিব। মৃত্যুর পর কোন মানুষের কাছে তো আমরা ফিরে যাব না।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে, আপনি এই আংটিটি কেন পরেছেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই আংটিটির বিশেষত্ব হল এটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আংটি। এটি অত্যন্ত বরকতময় আংটি বলে পরে আছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ইলহাম হয় - 'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আব্দাহু।' অর্থাৎ আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়। এই আংটিটির তৈরী হওয়া একশ পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বছর হয়ে গেছে।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, ইসলামে ৭৩ টি ফির্কা কেন রয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এত সংখ্যক ফির্কা তো অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে। মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এত সংখ্যক ফির্কা মুসলমানদের মধ্যে তৈরী হবে। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি থাকবে না। ৭৩তম ফির্কাটি সঠিক পথে থাকবে। আর সেই ফির্কটি সেই সময় তৈরী হবে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আসবেন। এটি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। বর্তমানে সুন্নীদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি ফির্কা রয়েছে। শিয়াদের ৩৪-৩৫ টি ফির্কা রয়েছে। মূল ফির্কা দুটিই। এক শিয়া, দুই-সুন্নী। পরে এদের আরও অনেক ফির্কার জন্ম হয়েছে। অতএব আঁ হযরত (সা.)এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ যুগে এত সংখ্যক ফির্কা হবে। এর অর্থ ছিল এই যে, শেষ যুগে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য দেখা দিবে। মানুষের মধ্যে ঐক্য থাকবে না। সেই সময় ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে: আহমদীরা হজ্জ কেন করতে পারে না?

হুযুর বলেন, আমি এখনই বলেছিলাম যে, আহমদীরা হজ্জে যায় এবং হজ্জ করে। হজ্জের জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। রাস্তার খরচ, যাত্রার সুযোগ সুবিধা, সুস্বাস্থ্য এবং পথের নিরাপত্তা। আর তোমাদেরকে হজ্জ করতে যেতে যেন কেউ বাধাও না দেয়। হজ্জ যাত্রীদের জন্য এই শর্তগুলি অনিবার্য। বর্তমানে আহমদীদেরকে বাহ্যিকভাবে হজ্জ করতে বাধা দেওয়া হয়। এই কারণে আহমদীরা প্রকাশ্যে এবং আহমদী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে হজ্জে যেতে পারে না। কেননা, সৌদি আরব প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও আহমদীরা হজ্জ করে।

হুযুর বলেন: হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) হজ্জ করেন এবং আরও অনেক আহমদী হজ্জ করে। প্রতি বছর হজ্জে অনেকে যায়। সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকায় আত্ম পরিচয় গোপন রেখে হজ্জ করতে হয়।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, বন্ধুদেরকে কিভাবে তবলীগ করব?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: বন্ধুদের সামনে নিজের উত্তম নমুনা দেখাও। তাদের জ্ঞাত থাকা উচিত যে, তুমি আহমদী মুসলমান, খোদাকে এক-অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস কর, কুরআন করীমকে মান্য কর, মহানবী (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছ এবং এই সমস্ত উত্তম শিক্ষা তুমি কুরআন থেকে শিখেছ, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে শিখেছ। তুমি যখন অপরকে ভাল ভাল কথা বলবে, তাদেরকে ভাল কথা শেখাবে এবং তাদের জন্য নমুনা হবে তখন মানুষ তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তোমাদের কথা তাদের ভাল লাগবে এবং তোমাদের কথা তারা শুনবে। তাই নিজেদের উত্তম নমুনা প্রদর্শন করলে মানুষ আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে আতফালদের এই ক্লাস ৭টা ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

৮ই মে, ২০১৬

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে নাসেরাতুল আহমদীয়ার ক্লাস

প্রোগ্রাম অনুসারে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে নাসেরাতদের ক্লাস আরম্ভ হয়। কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিলাওয়াত করে সাবিকা মাহমুদ এবং উর্দু অনুবাদ পেশ করে রওশানা তাহের। হুযুর বলেন, ডেনিশ ভাষাভাষিদের জন্য ডেনিশ অনুবাদও হওয়া উচিত ছিল। এরপর সাখেরা তাহের আঁ হযরত (সা.)-এর

এরপর দশের পাতায়....

জুমআর খুতবা

পাকিস্তানে আহমদীদের অবস্থা এমন নয় যে, সেখানে আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস অনুসারে মুসলমান হওয়ার দাবি করতে পারি বা ইবাদত করতে পারি অথবা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারি। অভিবাসনের জন্য আবেদন করার সময় কেউ কেউ তো এখানে নিজেদের অবস্থা যথাযথভাবে তুলে ধরে। কিন্তু পাশ্চাত্যে কেউ কেউ আবার অতিরঞ্জিত করে পরিস্থিতি বর্ণনা করে। এখানে কম হলেও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে এমনটি বেশি হয়ে থাকে অথচ এর কোন প্রয়োজন নেই।

আমরা যেহেতু আমাদের ঈমান রক্ষার জন্য এবং ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য জন্মভূমি ছেড়েছি তাই খোদার নির্দেশকে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমাদের দেখা উচিত যে, আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছি আর কোনগুলোকে দেওয়া উচিত। যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে সেগুলো যদি খোদার নির্দেশসম্মত না হয় তাহলে আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করি নি যা আমাদের হিজরতের উদ্দেশ্য।

যেখানেই আহমদী আছে, সেই সমাজে বা পরিবেশে বলা উচিত যে, প্রকৃত ইসলাম কী। প্রত্যেক আহমদীর কর্মপন্থা, তার চরিত্র, ইবাদতের মান এমন হওয়া উচিত যা অন্যের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। এটি যেখানে আহমদীদেরকে সবার মাঝে এক বিশিষ্ট মর্যাদা দিবে, সেখানে স্থানীয় লোকদের মাঝে তবলীগের পথ উন্মোচনের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

পৃথিবী আজ যে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার মূল কারণ এটিই যে, তারা মনে করে পাশ্চাত্যের উন্নতি তাদেরকে রক্ষা করবে আর ক্ষতি হলেও আমরা তা পূরণ করে নেব। কিন্তু এমনটি মনে করা তাদের মারাত্মক ভ্রান্তি।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক স্পেনের বাইতুর রহমান মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৬ই এপ্রিল, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৬ শাহাদত , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্পেন পাশ্চাত্যের দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ হলেও অর্থনৈতিক দৃঢ়তার দিক থেকে ইউরোপীয় দেশগুলোর মাঝে তুলনামূলকভাবে দুর্বল দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কাজের সুযোগ, আয়-উপার্জন এবং জীবনযাত্রার মান ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেমন ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশের তুলনায় নিম্নমানের আর মোটের ওপর এটিই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের তুলনায় এর অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল, এখানে যারা পাকিস্তান থেকে আসে তাদের জন্য ভালো। এই কারণেই অনেক পাকিস্তানি এখানে ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং চাকরির উদ্দেশ্যে এসে থাকে। আহমদীদের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তারা যখন পাকিস্তান থেকে বের হয়, দুটি কারণে বের হয়। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো- বিভিন্ন ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা এবং পাকিস্তানে আহমদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা না থাকা। দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিও তাদের এখানে আসার আরেকটি উদ্দেশ্য। এখানে আগমনকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি যারা এখানে অভিবাসন প্রার্থী হয় বা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভিসা নেওয়ার চেষ্টা করে, এর পিছনে কারণ হলো– পাকিস্তানে আহমদীদের অবস্থা এমন নয় যে, সেখানে আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস অনুসারে মুসলমান হওয়ার দাবি করতে পারি বা ইবাদত করতে পারি অথবা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারি। অভিবাসনের জন্য আবেদন করার সময় কেউ কেউ তো এখানে নিজেদের অবস্থা যথাযথভাবে তুলে ধরে। কিন্তু পাশ্চাত্যে কেউ কেউ আবার অতিরঞ্জিত করে পরিস্থিতি বর্ণনা করে। এখানে কম হলেও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে এমনটি বেশি হয়ে থাকে অথচ এর কোন প্রয়োজন নেই।

আমি বেশ কয়েকবার বলেছি যে, যদি বাস্তব ও সত্য কথা বলা হয় এবং ধর্মের নামে পাকিস্তানে আমাদের ওপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন হচ্ছে সেসব কথাই যদি তুলে ধরা হয় যে, এমন পরিস্থিতিতে সেখানে আমার অবস্থান করা আমাকে চরম মানসিক চাপের মুখে ঠেলে দেয় বা ঠেলে দিচ্ছে আর এটি এক অবিরাম মানসিক নির্যাতনও বটে। সচরাচর এরা অর্থাৎ সরকারী কর্মকর্তা বা আদালতের বিচারকরা কথা বুঝে যায় আর তারা সাহায্যের ও সহানুভূতির মানসিকতাও রাখে। অতএব কেস করার সময় অন্যের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে বা উকিলদের কথায় প্ররোচিত হয়ে নিজের কথাকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই। একইভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিবৃতি একই হওয়া উচিত আর তা পরিবর্তন করা উচিত নয়, যার কারণে ব্যবস্থাপনা মিথ্যা আছে বলে সন্দেহ করতে পারে। একজন আহমদীর এমনিতেই মিথ্যা থেকে বিরত থাকা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকে শিরকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এক আহমদীর কাছে কখনোই প্রত্যাশা করা যায় না যে, সে শির্ক করবে। কেননা একদিকে আহমদীর দাবি হলো, আমি খোদার একত্ববাদের সবচেয়ে বড় অগ্রদূত, রসূলে করীম (সা.)-এর দাসত্বের গণ্ডিতে আশ্রয় গ্রহণকারী এবং যুগের ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে মান্য করি আর অপর দিকে এই মৌলিক পাপ যা থেকে বিরত থাকা একজন একেশ্বরবাদীর সর্বোপরি কর্তব্য, মানুষ এটিই যদি এড়িয়ে না চলে!(এমনটি হওয়া উচিত নয়)। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক আহমদীর আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ সাধিত হচ্ছে না তো বা এমন কোন কাজ করছি না তো যা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে আমাদেরকে চরম পাপী হিসেবে চিহ্নিত করছে?

অতএব আমি যেমনটি বলেছি, আমরা যেহেতু আমাদের ঈমান রক্ষার জন্য এবং ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য জন্মভূমি ছেড়েছি তাই খোদার নির্দেশকে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমাদের দেখা উচিত যে, আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছি আর কোনগুলোকে দেওয়া উচিত। যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে সেগুলো যদি খোদার নির্দেশসম্মত না হয় তাহলে আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করি নি যা আমাদের হিজরতের উদ্দেশ্য। আর যদি তা সে অনুসারে হয়ে থাকে তাহলে আমরা হিজরতের সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লাভ করেছি। এমন পরিস্থিতিতে খোদা তা'লার ফযল ও কৃপাও আমাদের সাথে থাকবে। আমাদের ভিত্তিই যদি মিথ্যার ওপর থাকে আর জাগতিক স্বার্থসিদ্ধিকেই আমরা একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান করি তাহলে আমরা ঐশী কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম হব না। যারা আল্লাহ্‌কে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তারা কখনো শির্ক করতে পারে না। যারা নিজেদের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম অনুধাবন করেছে তাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি এবং জাগতিক আড়ম্বরে নিমজ্জিত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয় আর এটি এক মু'মিনের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতেও পারে না। আমরা যদি খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর নির্দেশিত সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করি কেবল তবেই আমরা সত্যিকার সাফল্য লাভ করতে পারি এবং এই পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি। এই পৃথিবী এবং এর নেয়ামতরাজিও আমাদের লাভ হবেই, কেননা খোদা তা'লা তাদেরকে

ইহকাল ও পরকালের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখেন না যারা তাঁর দিকে আসে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক নেয়ামতরাজি থেকেও বঞ্চিত রাখেন না বরং খোদা তা'লা আমাদেরকে এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, আমার কাছে ইহকাল ও পরকালের নেয়ামত লাভের জন্য দোয়া কর, যেভাবে তিনি বলেন- رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّفِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল বাকারা : ২০২)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, মানুষ স্বীয় নফ্‌স বা আত্মার সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দুটি জিনিসের মুখাপেক্ষী। একটি হলো এই পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জীবন আর এতে যে সমস্ত সমস্যা, বিপদাপদ এবং পরীক্ষা ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয় তা থেকে নিরাপত্তা। আর দ্বিতীয়টি হলো পাপাচার, কদাচার এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা খোদা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। (মানুষের জন্য দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হলো জাগতিক সমস্যাবলী ও রোগ ব্যাধি আর দ্বিতীয়তটি হলো আধ্যাত্মিক সমস্যা ও বিপদাবলী। এই উভয়টি থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষ চেষ্টা করে।) জাগতিক কল্যাণ হলো দৈহিক হোক বা আধ্যাত্মিক, সকল বিপদাপদ এবং অপবিত্র জীবন ও লাঞ্ছনা থেকে সে যেন নিরাপদ থাকে।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০২)

'রাব্বানা' শব্দের আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّفِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ। এখানে আল্লাহ্ তা'লা যে 'রাব্বানা' বলেছেন, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সত্যিকার অর্থে 'রাব্বানা' শব্দে তওবা করার প্রতি এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। মানুষ যখন 'রাব্বানা' অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু!' বলে তখন সে সর্বান্তকরণে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে। তিনি (আ.) বলেন, 'রাব্বানা' শব্দের দাবি হলো অন্য কতক প্রভু যা সে পূর্বে অবলম্বন করে রেখেছিল তাদের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে সেই প্রভুর দিকে এসেছে। আর এই শব্দটি প্রকৃত বেদনা ও বিগলন ছাড়া মানুষের হৃদয় থেকে উদ্ভূত হতেই পারে না।" মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে 'রাব্বানা' বলে তাহলে তা এক গভীর বেদনার সাথে তার হৃদয় থেকে নির্গত হয়। অনেক মানুষ এমনও আছে যারা বাহ্যত 'রাব্বানা' দোয়া পড়ে, এটি তাদের আন্তরিক চিত্র হয় না। কিন্তু মানুষ যদি কায়মনোবাক্যে দোয়া করে, কেবল তবেই সত্যিকার অর্থে 'রাব্বানা' শব্দ তার মুখ থেকে নিঃসৃত হতে পারে।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা অনুসারে 'রাব্বানা' শব্দ মুখ থেকে নিঃসৃতই হতে পারে না যদি সত্যিকার বেদনা না থাকে আর সত্যিকার অর্থে হৃদয় যদি বিগলিত না হয়। তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে মানুষ বহু প্রভু বানিয়ে রেখেছে। নিজের কৌশল ও প্রতারণার ওপর সে পুরোপুরি নির্ভর করে, এর অর্থ হলো এগুলোই তার প্রভু। যদি তার মাঝে স্বীয় জ্ঞান ও বাহুবলের অহংকার থাকে তাহলে সেগুলোই তার প্রভু আর সে যদি নিজের সৌন্দর্য ও ধনসম্পদ নিয়ে গর্ব বোধ করে তাহলে সেগুলোই তার প্রভু। বস্তুত এভাবে সহস্র সহস্র উপকরণ তার সঙ্গে লেগে রয়েছে। যতক্ষণ এর প্রত্যেকটি পরিহার করে এবং এর প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে সেই এক ও অদ্বিতীয় আর সত্য এবং প্রকৃত প্রভুর সামনে বিনয়ের সাথে নতজানু না হয় আর 'রাব্বানা'র বেদনাঘন এবং হৃদয়কে গলিয়ে দেওয়ার মত ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত না হবে ততক্ষণ সে প্রকৃত প্রভুকে বুঝে নি। আমি যেমনটি বলেছি, মানুষ 'রাব্বানা' বলে আর দোয়াও করে কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত 'রাব্বানা' তখন বলা হয়, যখন বেদনাঘন এবং হৃদয়কে গলিয়ে দেওয়ার মত ধ্বনি উত্থিত হবে। সে যখন এই বাস্তবতা বুঝে যে, আমি 'রাব্বানা' বলে এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে ডাকছি, যিনি আমার প্রভু, আর যখন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কেবল তখনই সে সত্যিকার প্রভুকে চিনে এবং তাঁর কাছেই দোয়া করে। অতএব যদি এমন বেদনার্ত হৃদয়ে এবং বিগলিত চিত্তে তাঁর দরবারে নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করে আর তাঁকে সম্বোধন করে 'রাব্বানা' বলে, অর্থাৎ সত্যিকার ও প্রকৃত প্রভু একমাত্র তুমিই ছিলে, কিন্তু আমরা ভুলবশত অন্যত্র পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এখন আমি সেই সব মিথ্যা প্রতিমা এবং মিথ্যা উপাস্যকে পরিত্যাগ করেছি আর আন্তরিকভাবে স্বীকার করছি যে তুমি প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৮-১৮৯)

অতএব বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার দরবারে বিনত হওয়ার, তাঁর ইবাদতের এবং আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অনুধাবনের এই অবস্থাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান। আমরা যদি আমাদের প্রভুকে সঠিক অর্থে ডাকি তাহলে ইহজাগতিক কল্যাণরাজিও আমাদের লাভ হবে আর পারলৌকিক কল্যাণরাজিও লাভ হবে। বরং জাগতিক কল্যাণরাজিও মানুষ পারলৌকিক কল্যাণরাজির জন্যই চায়, যেন স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে। স্বাস্থ্য হলো জাগতিক কল্যাণরাজির অন্তর্গত একটি বিষয়। স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে তাহলে মানুষ সঠিকভাবে ইবাদত করতে পারে, যদি ধনসম্পদ থাকে তাহলে খোদার ধর্মের খাতিরে তা উৎসর্গ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানের সামর্থ্য লাভ করতে পারে।

অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে সব সময় সামনে রাখা উচিত। ইবাদতের দায়িত্ব পালনের কথা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য তখনই লাভ হতে পারে যদি আমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট হই। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, وَمَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡاِنۡسَ اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡنِ (সূরা আয যারিয়াত : ৫৭) অর্থাৎ আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি।

অতএব খোদার নির্দেশাবলীর প্রতি আমরা যখন দৃষ্টি দিই তখন আমরা দেখি, এক নির্দেশের পর দ্বিতীয় নির্দেশ আমাদেরকে যেদিকে নিয়ে যায় তা এটিই যে, খোদাকে কখনো ভুলবে না। তোমাদের জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টাও খোদার স্মরণে তোমাদেরকে যেন উদাসীন করতে না পারে। তোমাদের জাগতিক কামনা বাসনার পূর্ণতা শুধু জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রেক্ষাপটেই যেন না হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে এক জায়গায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, তারা যেন আমাকে চিনে এবং আমার ইবাদত করে। অতএব এই আয়াত অনুসারে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র ইবাদত করা আর খোদা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা এবং খোদার হয়ে যাওয়া। এটি স্পষ্ট যে, মানুষ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নিজেই নির্ধারণ করবে, এই মর্যাদা মানুষকে দেওয়া হয় নি। কেননা মানুষ নিজের ইচ্ছায় আসে নি আর নিজের ইচ্ছায় যাবেও না, বরং সে এক সৃষ্টি মাত্র। আর যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সকল প্রাণীর তুলনায় উন্নত ও মহান শক্তিবৃত্তি তাকে দিয়েছেন, (অর্থাৎ অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়েছেন, তাকে সর্বোত্তম শক্তিবৃত্তি দান করেছেন) তিনিই তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোন মানুষ এই উদ্দেশ্যকে বুঝুক বা না বুঝুক, নিঃসন্দেহে খোদার ইবাদত করা এবং খোদার সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা এবং তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়াই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য।"

(ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৪)

অতএব মানুষ যদি এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সামনে রাখে তাহলে সে প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায়, প্র কৃত বিশ্বাসী হয়ে যায় আর জাগতিক কল্যাণরাজিকে সে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় এবং মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করে। কাজেই মানুষের মানসিক সামর্থ্য এবং যোগ্যতা, দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য, উন্নত আর্থিক অবস্থা, আধুনিক যুগের আবিষ্কারাদি যেন কখনো তাকে এই সমস্ত বিষয়ে উদাসীন না করে। স্বাস্থ্য, সম্পদ, মেধা বা মানসিক শক্তি এবং আমাদের চতুষ্পার্শ্বের জাগতিক চাকচিক্য যেন আমাদের জন্মের বা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্মৃত না করে। আমি যেমনটি বলেছি, আহমদীদের অধিকাংশ এসব দেশে ধর্মীয় কারণে এসেছে, ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে এসেছে, তারা নিজেদের দেশে যার সম্মুখীন হচ্ছিল। কাজেই এ বিষয়টি সব সময় সামনে রাখবেন যে, আহমদীরা এই কথার ঘোষণা করে থাকে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক দীর্ঘ অমানিশার যুগের পর ইসলামের দেদীপ্যমান সূর্য মসীহ্ মওউদের যুগে উদিত হওয়ার ছিল, প্রকৃত শিক্ষা এবং বিদআতমুক্ত শিক্ষা স্পষ্টভাবে তুলে ধরার ছিল মাধ্যমে যাঁর মুসলমানদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনার ছিল আর একইভাবে অমুসলিমদেরকেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অবহিত করার ছিল।

এসব দেশে এসে এখন প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক হলো এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে পুরোপুরি পালনের চেষ্টা করা। যেখানেই আহমদী আছে, সেই সমাজে বা পরিবেশে বলা উচিত যে, প্রকৃত ইসলাম কী। প্রত্যেক আহমদীর কর্মপন্থা, তার চরিত্র, ইবাদতের মান এমন হওয়া উচিত যা অন্যের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। এটি যেখানে আহমদীদেরকে সবার মাঝে এক বিশিষ্ট মর্যাদা দিবে, সেখানে স্থানীয় লোকদের মাঝে তবলীগের পথ উন্মোচনের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। অতএব

প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়টিকে বুঝতে হবে যে, এটি অনেক বড় একটি উদ্দেশ্য। প্রত্যেক আহমদীর প্রথমে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বঝুতে হবে। এরপর অন্যদের মাঝে সৃষ্টির এই উদ্দেশ্য বুঝার প্রতি মনোযোগ আর সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। পৃথিবীবাসীকে এই সত্য সম্পর্কে অবগত করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক সৃষ্ট জাগতিক নেয়ামতরাজি খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য নয় বরং খোদার নিকটতর করার জন্য। তাই এ ক্ষেত্রে তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। নতুবা ভারসাম্য নষ্ট করার কারণে তোমরা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। পৃথিবী যে এভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আজ থেকে ৪/৫ বছর পূর্বে সে ধারণাই করা যেত না বা জগতবাসী এটি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু আজকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ ধ্বংসের দিকে তাদের অগ্রসর হওয়ার মূল কারণ এটিই যে, তারা মনে করে পাশ্চাত্যের উন্নতি তাদেরকে রক্ষা করবে আর ক্ষতি হলেও আমরা তা পূরণ করে নেব। কিন্তু এমনটি মনে করা তাদের মারাত্মক ভ্রান্তি। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ যখন আসে তখন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দৃঢ় দেশ হলেও যুদ্ধের পর তারা প্রথমে নিজেরা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে আর এখনও তাই করবে। তুলনামূলকভাবে ইউরোপের স্বল্প স্থিতিশীল দেশগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয় রূপ ধারণ করতে পারে। অতএব যেখানেই আহমদীরা রয়েছে, তাদের বাস্তব প্রচেষ্টার পাশাপাশি খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করা উচিত। কেবল খোদার কৃপাই জগদ্বাসীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। আর খোদার কৃপা আকর্ষণের জন্য সেসব কথা মেনে চলা আবশ্যক যা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। তাঁর দরবারে বিনত হওয়ার মাধ্যমেই তাঁকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, নিছক মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানা বা গ্রহণ করা তাকে পারলৌকিক কল্যাণের ভাগী করবে না আর আগুনের আযাব থেকেও রক্ষা করতে পারে না বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানা নিজের জীবনকে খোদার সন্তুষ্টির অধিনস্ত করার দায়িত্ব আরো বেশি ন্যস্ত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন:

স্মরণ রেখ! নিছক বয়আতে কিছুই হয় না। আল্লাহ্ তা'লা আচার-অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হন না। যতক্ষণ বয়আতের সত্যিকার অর্থ না বুঝবে ততক্ষণ এই বয়আত কোন বয়আত নয় বরং নিছক আনুষ্ঠানিকতা। তাই বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা কর। বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কী? তা হলো তাকওয়া অবলম্বন কর, কুরআনকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর, কুরআনের গভীর অধ্যয়ন কর, এরপর কুরআন অনুসারে জীবনে ব্যবহারিক পরিবর্তন আনয়ন কর। খোদার সুন্নত হলো আল্লাহ্ তা'লা শুধু কথায় সন্তুষ্ট হন না বরং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আবশ্যক হলো তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা পালন করা। (অর্থাৎ তিনি যা থেকে বারণ করেছেন তা বর্জন কর।) এটি খুবই স্পষ্ট একটি বিষয়। কেননা আমরা দেখি যে, মানুষও কেবল কথায় সন্তুষ্ট হয় না বরং সেও খেদমত বা সেবা করলেই সন্তুষ্ট হয়। প্রকৃত মুসলমান সম্পর্কে তিনি বলেন- প্রকৃত মুসলমান এবং অলীক মুসলমানের মধ্যে এটিই পার্থক্য হয়ে থাকে যে, নামসর্বস্ব মুসলমান শুধু কথা বলে কিন্তু কিছুই করে না, পক্ষান্তরে সত্যিকার মুসলমান কাজে প্রমাণ করে, কেবল মৌখিক দাবি করে না। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন যে, আমার বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করছে, আমার সন্তুষ্টির জন্য আমার সৃষ্টির প্রতি সদয় হচ্ছে, তখন তিনি স্বীয় ফেরেশতা তার প্রতি অবতীর্ণ করেন আর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সত্যিকার মুসলমান এবং নামসর্বস্ব মুসলমানের মাঝে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে দেন।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৪-৪০৫)

অতএব আমাদের সবার দায়িত্ব হলো, সত্যিকার মুসলমান হওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট থাকা। জাগতিক কল্যাণরাজি এবং নেয়ামতরাজি এজন্য ব্যবহার করা উচিত কেননা এগুলো পারলৌকিক কল্যাণের উত্তরাধিকারী করবে। আমরা যেন আমাদের ইবাদতের দায়িত্ব পালন করি, ধর্মের খাতিরে বা ধর্মে র কারণে নিরুপায় হয়ে আমাদেরকে যে স্বদেশ ত্যাগ করতে হয়েছে, এরপর এখানে এসে আমরা যেন ধর্মীয় শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

নিদর্শনের পক্ষে কোন ধর্তব্য বিষয় নহে। অতএব, অনুরূপভাবে আমাদের সম্প্রদায়ের কদাচিৎ কাহারও যদি উল্লিখিত কারণে প্লেগ হয় তাহা হইলে এইরূপ প্লেগ ঐশী নিদর্শনের কোন ক্ষতির কারণ হইবে না। ইহা কি এক আযীমুশ্বান নিদর্শন নহে যে, আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, খোদা তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এইরূপভাবে প্রকাশ করিবেন যাহার ফলে সত্যান্বেষী কোন ব্যক্তির হৃদয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না এবং সে বুঝিতে পারিবে যে, খোাদা তা'লা এই জামাতের সহিত অলৌকিক ব্যবহার করিয়াছেন; বরং উল্লিখিত নিদর্শনের ফলশ্রুতি এই হইবে যে, প্লেগের দরুন এই সম্প্রদায় অধিক বৃদ্ধি পাইবে ও অসাধারণ উন্নতি করিবে এবং এই সম্প্রদায়ের এহেন উন্নতি মানুষ বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিবে। নুযুলুল মসীহ্ পুস্তকে আমি লিখিয়া আসিয়াছি যে, আমার বিরোধীগণ যাহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরাজিত হইয়াছে, বর্তমান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার সম্প্রদায় ও অপরাপর সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে খোদা যদি কোন পার্থক্য না দেখান, তাহা হইলে তাহারা আমকে মিথ্যাবাদী বলিবার ন্যায্য অধিকারী হইবে। এখন পর্যন্ত তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে ইহাতে তাহারা শুধ এক লানৎ খরিদ করিয়াছে। যেমন বারংবার তাহারা চিৎকার করিয়া বলিয়াছে যে, আথম পনের মসের মধ্যে মারা যায় নাই। অথচ ভবিষ্যদ্বাণীটিতে পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে সে পনের মাসের মধ্যে মরিবে না। তদনুযায়ী সে ঠিক বহসের জলসায় ৭০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে আঁ-হযরত (সা.)-কে দাজ্জাল বলা হইতে প্রত্যাবর্তন করে। কেবল তাহাই নহে, বরং সে পনের মাস কাল নীরব থাকিয়া ও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া নিজের প্রত্যাবর্তনের প্রমাণ দিয়াছে। সে আঁ-হযরত (সা.)কে দাজ্জাল আখ্যা দিয়াছিল- ইহাই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি। সুতরাং তাহার এই প্রত্যাবর্তন দ্বারা সে এতটুকু উপকৃত হইল যে, সে পনের মাস পরে মারা গেল। কিন্তু মরিল নিশ্চয়ই। ইহার কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল যে, দুই পক্ষের মধ্যে যে ব্যক্তির আকিদা (ধর্ম-বিশ্বাস) মিথ্যা হইবে সে-ই প্রথমে মারা যাইবে। সুতরাং সে আমার আগে মারা গিয়াছে। এইরূপে যে সকল গায়েবের কথা খোদা আমাকে জ্ঞাত করাইয়াছেন এবং যেগুলি আপন আপন নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা দশ হাজারের কম নহে। 'নুযুলুল মসীহ' নামক গ্রন্থ যাহা এখন মুদ্রিত হইতেছে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী হইতে সাক্ষী প্রমাণাদিসহ নমুনাস্বরূপ মাত্র দেড়শত ভবিষ্যদ্বাণী উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৩)

রিপোর্টের শেষাংশ.....

তাদের উদ্দেশ্যে ভিডিও-এর মাধ্যমে কোন বার্তা দিন।

হুযুর বলেন: ইসলামের অর্থ হল শান্তি। যারা শান্তির বিরুদ্ধে তারা ইসলামের মান্যকারী নয়। যারা উগ্রবাদী, তাদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী কাজ করছে। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের যে প্রকৃত শিক্ষা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি তা কুরআন করীম এবং মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকেই শিখেছেন। এগুলি মহানবী (সা.)-এরই শিক্ষা আর আমি সেই ইসলামকেই চিনি যা শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়।

সাংসদ প্রশ্ন করেন যে, কিছু মানুষ একথা বলে যে, ইসলামে ধর্মত্যাগের শাস্তি হল মৃত্যু। এর উত্তরে হুযুর বলেন: এমনটি নয়। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে। 'লা-ইকরাহা ফিদ্দীন'। অর্থাৎ ধর্মে কোন বলপ্রয়োগ নেই। ধর্ম অবলম্বন করা এবং বর্জন করার বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র। ধর্মত্যাগীদের জন্য কুরআন করীমে কোন শাস্তির বিধান নেই। ধর্ম পরিবর্তনকারীদেকে হত্যা করা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী। ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ধর্ম। এটি হল ভালবাসা ও সম্প্রীতির ধর্ম।

হুযুর বলেন: আমার নিকট মানবীয় মূল্যবোধ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবীয় মূল্যবোধকে যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া কর্তব্য আর জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করা উচিত এবং প্রত্যেকের অধিকারের প্রতি যত্নবান থাকা উচিত।

সাংসদ বলেন, আপনার বার্তা খুবই সুন্দর। আমি চাই এই বাণীকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে। আমি জানতাম যে, এটিই সঠিক ইসলাম যা হুযুর আনোয়ার বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: আমি ৪ঠা মে লন্ডন থেকে এখানে এসেছিলাম। আবওহাওয়া সেই সময় গরম ছিল। এখানকার হিসেবে এটি গরম আবহাওয়া। যখন ফিরে যাব তখন আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সাধারণত এখানে তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি হয়ে থাকে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: আমাদের নীতিবাক্য হল, 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে। এটি ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(ক্রমশ:.....)

ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জঙ্গিবাদ

মাহমুদ আহমদ

ইসলাম শান্তিপূর্ণ ধর্ম। সর্বক্ষেত্রে শান্তির বিধান নিশ্চিত করে প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য আর শান্তি ও সম্প্রীতির এক পরিমণ্ডল বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামের মুল লক্ষ্য। ইসলাম মানুষের জীবনে শান্তির এমন বায়ু প্রবাহিত করে যা মানুষের দেহের সুস্থতায়, দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য তার আত্মায়, সব ধর্মের সঙ্গে প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে তোলাসহ সর্ব দিক দিয়ে মানুষকে সতেজ করে। আবহমানকাল বাংলা ভূ-খণ্ডে নানা জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মমতের অনুসারীরা পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে মিলে মিশে একত্রে বসবাসের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য সংহত রেখেছে। যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। কেননা, একই আদম হাওয়া থেকে আমাদের সবার উদ্ভব। কে কোন ধর্মের অনুসারী তা মূল বিষয় নয়, বিষয় হল আমরা সবাই মানুষ। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই এক জাতি। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ' হে মানব জাতি! আমি নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।' (সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৩) এই আয়াত বিশ্ব-মানবে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মহাসনদ। জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অথবা বংশগত গৌরবের মিথ্যা ধারণা থেকে উদ্ভূত আভিজাত্যের মূলে এই আয়াত কুঠারাঘাত করেছে। এক জোড়া পুরুষ-মহিলা থেকে সৃষ্ট মানবমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে সবাই আল্লাহ্ তা'লার সমক্ষে সমমর্যাদার অধিকারী। চামড়ার রং, ধন-সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক মর্যাদা, বংশ পরিচয় ইত্যাদির দ্বারা মানুষের মর্যাদার মূল্যায়ন হতে পারে না। মর্যাদা ও সম্মানের সঠিক মাপকাঠি হল ব্যক্তির উচ্চমানের নৈতিক গুণাবলী এবং সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা। বিশ্ব মানব একটি পরিবার বিশেষ। জাতি, উপজাতি, বর্ণ, বংশ ইত্যাদির বিভক্তি কেবল পরস্পরকে জানার জন্য, যাতের পরস্পরের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলী দ্বারা একে অপরের উপকার সাধিত হতে পারে।

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর অল্পদিন আগে বিদায় হজের সময় বিরাট ইসলামী সমাগমকে সম্বোধন করে তিনি (সা.) উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, ' হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং তোমাদের আদি পিতাও এক। একজন আরব একজন অনারব থেকে কোন মতেই শ্রেষ্ঠ নয়। তেমনি একজন আরবের উপর একজন অনারবেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একজন শ্বেতাঙ্গ একজন কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, আর কৃষ্ণাঙ্গও শ্বেতাঙ্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করতে বিচার্য বিষয় হবে, কে আল্লাহ্ ও বান্দার হক কতদূর আদায় করল। এর দ্বারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ধর্মপরায়ণ' (বায়হাকী)। এই মহান শব্দগুলো ইসলামের উচ্চতম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম নীতিমালার একটি দিক উজ্জ্বলভাবে চিত্রায়িত করেছে। শতধা-বিভক্ত একটি সমাজকে অত্যাধুনিক গণতন্ত্রের সমতাভিত্তিক সমাজে ঐক্যবদ্ধ করার কী অসাধারণ উদাত্ত আহ্বান।

কবি কাজি নজরুল ইসলাম কতই না সুন্দরভাবে তার এক কবিতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন, 'মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান/ মুসলিম তাহার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ/ এক সে আকাশ মায়ের কোলে/ যেন রবি শশী দোলে,/ এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান। এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,/ এক সে মায়ের বক্ষে ফলাই একই ফুল ও ফল। / এক সে দেশের মাটিতে পাই/ কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই/ এক ভাষাতে মা'কে ডাকি, এক সুরে গাই গান।

ধর্ম নিয়ে যারা আজ অতি বাড়াবাড়ি করছে তাদের কাছে জানতে চাই, ধর্ম কি নৈরাজ্য সৃষ্টির নাম, ধর্মের নাম কি রক্তপাত? মোটেও তা নয়, ধর্ম শান্তির নাম। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে শুধু ধর্মের কারণে। অথচ আল্লাহ্ তা'লার কোন ধর্ম নেই। সমগ্র সৃষ্টি একই ধর্মের আর তা হল মানব ধর্ম আর এই এক উৎস থেকে আমাদের সবার সৃষ্টি এবং একই স্থানে সবার প্রত্যাবর্তন তারপরও আমরা সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতেই যেন ভালবাসি। অথচ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.) সব ধর্মের অনুসারীদেরকে নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী ধর্মকর্ম পালন করার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত রসূলে করীম (সা.) যে ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম করেছিলেন তা মদীনা সনদই স্পষ্ট প্রমাণ। সবার অধিকার রক্ষার ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'জেনে রাখ, যে ব্যক্তি কোন অঙ্গিকারবদ্ধ অমুসলিম ব্যক্তির উপর জুলুম করবে, তার অধিকার খর্ব করবে, তার উপর সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দিবে বা তার মনোতুষ্টি ব্যতীত তার কোন বস্তু নিয়ে নিবে আমি কিয়ামত দিবসে (আল্লাহ্র আদালতে) তার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করব।' (আবু দাউদ)। সব ধর্মের উপাসনালয়কে ইসলাম শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখারও নির্দেশ দিয়েছে এবং কারো উপাসনালয়েও হামলা চালানোকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। শুধু তাই নয়, বরং অমুসলিমরা যে সবের উপাসনা করে সেগুলিকেও গালমন্দ করতে আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ' আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাস্যরূপে ডাকে তোমরা তাদের গালমন্দ করো না। নতুবা তারা শত্রুতাবশত না জেনে আল্লাহকেই গালমন্দ করবে। (সূরা আনআম: ১০৮)। এ আয়াতে শুধু প্রতিমা পূজারীদের সংবেদশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দান করা হয় নি বরং সব জাতি এবং সব সম্প্রদায়ের মাঝে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

কোন ধর্মের উপাসনালয় বা ঘরবাড়ি জালিয়ে দেওয়ার শিক্ষা ইসলামে নেই। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হল, ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। এই স্বাধীনতা কেবল ধর্ম-বিশ্বাস লালন-পালন করার স্বাধীনতা নয় বরং ধর্ম না করার বা ধর্ম বর্জন করার স্বাধীনতাও এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ' তুমি বল, তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য সমাগত, অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক' (সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৮) । সত্য ও সুন্দর নিজ সত্তায় এত আকর্ষণীয় হয়ে থাকে যার কারণে মানুষ নিজে নিজেই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। বলপ্রয়োগ বা রাষ্ট্রশক্তি নিয়োগ করে সত্যকে সত্য আর সুন্দরকে সুন্দর ঘোষণা করানো অজ্ঞতার পরিচায়ক। ফার্সিতে বলা হয়, সূর্যোদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ। এই নিয়ে গায়ের জোর খাটানোর বা বিতণ্ডতার অবকাশ নেই। সূর্যোদায় সত্বেও যদি কেউ সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে বোকা বলা যেতে পারে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কিছুই নেই। ঠিক তেমনি কে আল্লাহ্কে মানল বা মানল না, কে ধর্মকে পালন করল বা করল না, এটা নিয়ে এ জগতে বিচার বসানোর কোন শিক্ষা ইসলাম ধর্মে নেই। বরং এর বিচার পরকালে আল্লাহ্ নিজে করবেন বলে তাঁর শেষ শরীয়ত গ্রন্থ আল কুরআনে বারবার জানিয়েছেন। এ স্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে সমাজে আস্তিকও থাকবে, নাস্তিকও থাকবে। মুসলমানও থাকবে, খ্রিষ্টানও থাকবে, হিন্দুও থাকবে এবং অন্যান্য মতাবলম্বীরাও থাকবে।

মহানবী (সা.) সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং সব জাতির মাঝে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। এমনকি খ্রিষ্টানদের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারকেও তিনি নিশ্চিত করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা যেন বলবৎ থাকে সেই ব্যবস্থাও করেছেন। খ্রিষ্টানদের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিতকারী মহানবী (সা.) প্রদত্ত ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ঘোষণাপত্রে উল্লেখ রয়েছে, 'এটি মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.) প্রণীত কাছের ও দূরের খ্রিষ্টীয় মতবাদ পোষণকারী প্রত্যেকের জন্য ঘোষণাপত্র: আমরা এদের সঙ্গে আছি। নিশ্চয়ই আমি নিজে আমার সেবকবৃন্দ মদিনার আনসার ও আমার অনুসারীরা এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি। কেননা, খ্রিষ্টানরা আমার দেশের নাগরিক। আর আল্লাহ্র কসম! যা কিছুই এদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষতির কারণ হয় তার ঘোর বিরোধী। এদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা যাবে না, এদের বিচারকদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা যাবে না, আর এদের ধর্মযাজকদেরকেও এদের আশ্রয় থেকে সরানো যাবে না। কেউ এদের উপাসনালয় ধ্বংস বা এর ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কেউ যদি এর সামান্য অংশও আত্মসাৎ করে সেক্ষেত্রে সে আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য সাব্যস্ত হবে। নিশ্চয়ই এরা (অর্থাৎ খ্রিষ্টানরা) আমার মিত্র এবং এরা যে সব বিষয়ে শঙ্কিত,

এরপর শেষের পাতায়.....

ঈদুল আযহিয়ার খুতবা

মুসলমানদেরকে এও আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সামর্থ্য দান করেছেন, তারা হজ্জের জন্য যাক বা না যাক কুরবানী দেওয়ার সামর্থ্যলাভের কারণে এই দিনগুলিতে পশু কুরবান যেন অবশ্যই দেয়। এই কারণেই ঈদুল আযহিয়ায়, যা হজ্জ, হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্মরণে উদযাপন করা হয়, পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমান পশু কুরবানী করে । কিন্তু কেবল পশু কুরবানী করলেই মানুষ আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে না, বরং আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং মোমিনদেরকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'লা যে বিষয়ের মূল্য দেন তা হল তোমাদের অন্তরের পবিত্রতা এবং তাকওয়া।

আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা, তাঁর ভীতি এবং মর্যাদা ও সত্তার পরিচয়- এই জিনিসগুলিই মারেফাত সৃষ্টি করে। আর যখন এই মারেফাত সৃষ্টি হয় তখন মানুষ পাপ থেকে রক্ষা পায়।

বাহ্যিক নামায ও রোযার সঙ্গে যদি নিষ্ঠা ও সততা যুক্ত না হয় তবে তার কোন বিশেষত্ব নেই।

মুত্তাকীদের জন্য শর্ত হল তারা যেন নিজেদের জীবন দারিদ্রতার মধ্যে অতিবাহিত করে।

মানুষ ক্রোধান্বিত হয় কেন? এই কারণে যে, তার মাঝে অনেক সময় অহংকার ও দাম্ভিকতা দেখা দেয়। অপরকে সে নিজের থেকে হেয় জ্ঞান করে এবং নিজেকে বড় মনে করে আর অপরের সামান্য ভুলেই সে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। এই কারণে বলা হয়েছে, অহংকার ও আত্মশ্লাঘার কারণেই ক্রোধের জন্ম হয়। কেননা, ক্রোধের জন্ম তখন হয়, মানুষ যখন নিজেকে অপরের উপর প্রাধান্য দেয়। অতএব যারা ক্রোধের বশঃবর্তী হয়ে লড়াই ও হাতাহাতি করতে উদ্যত হয়, এতে তাদের জন্য উদ্বেগের কারণ রয়েছে। সেটি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ, দম্পতির মধ্যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হোক বা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হোক- সর্বত্রই তাদেরকে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, আর বিশেষ করে এই কুরবানীর ঈদে এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, আমরা যেন নিজেদের ক্রোধকেও ত্যাগ করি এবং নিজেদের প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে তা আরও উন্নত করি।

প্রকৃত মারেফাত বিনয়ের মাধ্যমে লাভ হয়। এই কারণে মানুষকে পরম বিনয় অবলম্বন করে খোদার সমীপে নতজানু হওয়া উচিত এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

"যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জামাত খোদার দৃষ্টিতে মুত্তাকী না হয়, খোদা তা'লার সাহায্য তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না।" অতএব এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২রা সেপ্টেম্বর , ২০১৭, এর ঈদুল আযহিয়ার খুতবা (২ তাবুক , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ
التَّقْوٰى مِنْكُمْ. كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا
اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (الحج:38)

অনুবাদ: উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাকওয়া পৌঁছে। এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দাও।

(আল-হজ্জ: ৩৮)

যে আয়াতগুলিতে কুরবানীর বিষয়টিকে বর্ণনা করা হয়েছে এটি সেগুলির মধ্যে অন্যতম আর এটিকে হজ্জের তাৎপর্য বর্ণনাকারী আয়াতগুলির সঙ্গে রাখা হয়েছে। মুসলমানদেরকে এও আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সামর্থ্য দান করেছেন, তারা হজ্জের জন্য যাক বা না যাক কুরবানী দেওয়ার সামর্থ্যলাভের কারণে এই দিনগুলিতে পশু কুরবান যেন অবশ্যই দেয়। এই কারণেই ঈদুল আযহিয়ায়, যা হজ্জ, হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্মরণে উদযাপন করা হয়, পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমান পশু কুরবানী করে । কিন্তু কেবল পশু কুরবানী করলেই মানুষ আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে না, বরং আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং মোমিনদেরকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'লা যে বিষয়ের মূল্য দেন তা হল তোমাদের অন্তরের পবিত্রতা এবং তাকওয়া।

অতএব একজন মো'মিন যেন এই বিষয়ে তুষ্ট না হয়ে যায় যে, আমি ঈদে এমন মোটাতাজা ও এত মূল্যের পশু কুরবানী দিয়েছি। যদি তাকওয়া না থাকে আর কুরবানী তোমাদের অন্তরে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির দিকে মনোযোগ আকর্ষণকারী না হয়, তবে তোমরা যতই মোটাতাজা ও দামী পশুর কুরবানী দাও, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তা বৃথা। এই বিষয়ের প্রজ্ঞা ও নিগূঢ় তত্ত্ব, ব্যাপকতা এবং এর বিশদ বিবরণ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। এই সংক্রান্ত তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব।

ইসলাম হল স্বীয় আত্মাকে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় খোদা তা'লার চরণে সমর্পিত করা বা নিজেকে জবেহ করার জন্য নিবেদন করার নাম। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: এই মর্যাদা খোদা তা'লার পূর্ণ মারেফাতের পর লাভ হয় আর কামেল মারেফাত কিভাবে লাভ হয়? এ সম্পর্কে তিনি বলেন: ভীতি, ভালবাসা এবং সমাদর -এর মূল হল কামেল মারেফাত। অতএব যাকে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে ভালবাসা ও ভীতি দেওয়া হয়েছে। আর যাকে পূর্ণ ভীতি ও ভালবাসা দেওয়া হয়েছে তাকে প্রত্যেক পাপ থেকে যা ধৃষ্টতা থেকে সৃষ্টি হয়, মুক্তি দেওয়া হয়েছে।" অতএব আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা, তাঁর ভীতি এবং মর্যাদা ও সত্তার পরিচয়- এই জিনিসগুলিই মারেফাত সৃষ্টি করে। আর যখন এই মারেফাত সৃষ্টি হয় তখন মানুষ পাপ থেকে রক্ষা পায়। তিনি বলেন, তখন মানুষ পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে, কেননা সে আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্পর্কে সঠিক ব্যুতপত্তি অর্জন করে নেয়। তিনি বলেন, অতএব, এই নাজাতের জন্য আমাদের না কোন রক্তের প্রয়োজন আর না কোন ক্রুশের কিম্বা কাফফারার প্রয়োজন রয়েছে। বরং আমরা কেবল একটি কুরবানীর মুখাপেক্ষী যেটি হল নিজের নফস্ বা আত্মার কুরবানী, আমাদের অন্তরাত্মা বা প্রকৃতি যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। এমন কুরবানীর অপর নাম হল ইসলাম।" নফ্স বা প্রবৃত্তির কুরবানীর পরেই মানুষ সঠিক অর্থে মুসলমান হয়। তিনি বলেন- " ইসলামের অর্থ হল জবাই হয়ে যাওয়ার জন্য গর্দন বাড়িয়ে দেওয়া। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে নিজের আত্মাকে খোদার আশ্রয়ে সমর্পিত করা। " তিনি বলেন -" এমন প্রিয় নাম সমগ্র শরিয়তের আত্মা এবং যাবতীয় আদেশাবলীর প্রাণ। জবেহ হওয়ার জন্য আন্তরিক ইচ্ছায় নিজের গর্দন পেতে দিতে প্রয়োজন পরিপূর্ণ ভালবাসা।" সানন্দে ও স্বেচ্ছায় মানুষ তখনই গর্দন পেশ করে বা কুরবানী তখনই দেওয়া হয়, যখন ভালবাসা ও উন্মাদনা থাকে পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ ভালবাসা পরিপূর্ণ মারেফাতের দাবি করে। অতএব ইসলাম শব্দই এদিকে ইঙ্গিত করে যে, প্রকৃত কুরবানীর জন্য কামেল মারেফাত এবং পরিপূর্ণ ভালবাসার প্রয়োজন, অন্য কোন বিষয়ের নয়। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

'তোমাদের (কুরবানী কৃত) মাংস ও তার রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, যা পৌছায় সেটি হল তোমাদের ত্যগ স্বীকারের স্পৃহা। (আল-হাজ্জ, ৩৮) এই কুরবানী কি? (এটি হল) তুমি আমাকে ভয় কর এবং আমার জন্য তাকওয়া অবলম্বন কর।"

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ১৫১-১৫২)

অতএব এই দর্শনটি অনুধান করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এমন কোন ভয়ানক বস্তু নন যার কারণে বলা হচ্ছে যে, আমাকে ভয় কর। অর্থাৎ ভয়াবহ হওয়ার কারণে ভীত হওয়া আবশ্যক। না, বরং আল্লাহ্ তা'লার ভয় সেই রকম যা পরম ভালবাসার সম্পর্ক অতুষ্ট হলে হয়ে থাকে। যেভাবে শিশু মায়ের অসন্তুষ্টিকে ভয় করে। মা যেন অসন্তুষ্ট না হয়। সে এই কারণে ভয় করে না যে মা এক ভয়াবহ জিনিস, বরং মায়ের মত ভালবাসা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আর শিশুর সাথে মায়ের এক বিশেষ সম্পর্ক থাকে যে কারণে শিশু মায়ের অপ্রীতি সহন করতে পারে না। সে মায়ের প্রত্যেকটি কথাকে মূল্য দিতে জানে। বড় হয়েও সেই সন্তান যে মা-বাবাকে ভালবাসে, সে চায় না যে, মা-বাবা ক্ষুন্ন হোক। তাদেরকে প্রীত রাখতে সে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে না। কিম্বা জাগতিক ভালবাসার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রেমাস্পদের বায়না পুরণ করার জন্য অনেক জাগতিক মানুষ কত কি-ই না করে, যদিও এই ভালবাসা অস্থায়ী। এটি অস্থায়ী ভালবাসা যা একদিন শেষ হয়ে যায়। "আবার প্রায়শঃই এমন ভালবাসা একসময় শেষও হয়ে যায়। কিন্তু খোদা তা'লার ভালবাসা এমন যা ইহকাল ও পরকালকে সুসজ্জিত করে তোলে। অতএব খোদা তা'লার এই ভীতি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন এটি অন্তরে সৃষ্টি কর, এই ভীতি ভালবাসার কারণে। এটি খোদা তা'লার মর্যাদার মূল্যের কারণে। তিনি বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদার মারেফত না আসে তাঁর প্রতি প্রকৃত ভীতি জন্ম নিতে পারে না। এই কারণেই অনেক পাপ মানুষ এই কারণে করে যে, তারা খোদা তা'লার মারেফাত লাভ করে নি। অনুরূপভাবে অনেকে খোদা তা'লার সঙ্গে মৌখিক ভালবাসার দাবি করে; কিন্তু অধিকাংশ সময় জাগতিক বিষয়াদির ভালবাসা খোদার প্রতি ভালবাসার থেকে প্রবল হয়ে থাকে। এই কারণেই মানুষ অস্থায়ী জাগতিক লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী ভুলে বসে। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লাকে সকল শক্তির অধিকারী বলা হলেও জাগতিক মালিকদেরকে তুষ্ট করার জন্য অনেক সময় খোদা তা'লার নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়। প্রায়শঃই মানুষ এমন স্থায়ী অভ্যাসের বশঃবর্তী হয়ে পড়ে যে তারা সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে থাকে। খোদা বলেও একজন আছেন যিনি আমাকে দেখছেন এবং আমার উপর সব সময় তাঁর দৃষ্টি রয়েছে, একথা তার মনেও হয় না। তিনি বলেন, যারা আল্লাহ্ তা'লার কামেল মারেফাতের অধিকারী তাদের তাঁর প্রতি ভয় ও ভালবাসার মানও উচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকে। এমন মর্যাদার অধিকারীরা আর পাপের ক্ষেত্রে ধৃষ্ট হয় না। তারা সেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত থাকে। তারা দিবারাত্রি এই চিন্তাতেই থাকে যে, কিভাবে প্রেমাস্পদকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। সব সময় তাঁর নির্দেশ পালনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। জাগতিক স্বার্থকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর উপর প্রাধান্য দেয় না এবং এর জন্য নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার ত্যাগ স্বীকার করতে হলেও করে। আর তিনি এই ত্যাগ স্বীকারের নামই ইসলাম রেখেছেন। বা আমরা নিজেদের বয়াতের অঙ্গীকারে যে কথা বলে থাকি যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব- এই ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রকৃত মানদন্ড তখন অর্জিত হবে যখন আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা এবং তাঁর সত্তা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। এবং এটিও স্পষ্ট থাকে যে, যেরূপ তিনি বলেন, প্রবৃত্তির কুরবানী এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকারে কোন বাধ্যবাধকতা বা অনিচ্ছায় যেন না হয়ে থাকে, বরং তা যেন হয় আন্তরিক ইচ্ছা এবং সম্মতিক্রমে। তিনি বলেন, এটি তখন তৈরী হয় যখন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বনকারী হয়।

এই বিষয়টিকে তিনি অন্যত্রও বর্ণনা করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন, "খোদা তা'লা ইসলামের শরীয়তে অত্যাবশ্যক নমুনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই কারণে মানুষকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে সে যেন যাবতীয় শক্তি-বৃত্তিসহ সর্বতোভাবে খোদা তা'লার পথে নিবেদিত হয়। অতএব বাহ্যিক ত্যাগস্বীকারকে এই পরিস্থিতির জন্যই নমুনা বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য এই কুরবানীই। যেরূপ আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۔ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (الحج:38)

(হজ্জ-৩৮)

যেভাবে ছোট প্রাণীরা আমাদের জন্য কুরবান হচ্ছে, অনুরূপে আমরাও কি খোদা তা'লার জন্য নিজেদের প্রবৃত্তির কুরবানী দিতে পারি বা এর জন্য প্রস্তুত, তা দেখার জন্য মেষ বা ছাগের কুরবানী একটি নমুনা মাত্র। অতএব এগুলি হল বাহ্যিক নমুনা যা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে সে নিজের অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখতে থাকে। এই আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বলেন, " অর্থাৎ খোদার কাছে তোমাদের কুরবানীর মাংস পৌঁছায় না আর রক্তও পৌছায় না। কিন্তু তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া পৌছায়। অর্থাৎ তাঁকে এতটা ভয় কর যেন তাঁর পথে মৃত্যুকেই বরণ করেছ। আর যেভাবে তোমরা নিজেদের হাতে কুরবানী (পশু) জবাই কর, অনুরূপভাবে তোমরা খোদার পথে জবাই হয়ে যাও। যদি কোন তাকওয়া এর থেকে নিম্ন মানের হয় তবে তা অসম্পূর্ণ। "

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা: ৯৯-টীকা)

অতঃপর বাহ্যিক কুরবানী, বাহ্যিক নামায-রোযা ও আরও অন্যান্য ইবাদত কেন নির্ধারিত হয়েছে, এর অন্তর্নিহিত অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে তিনি তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: বাহ্যিক নামায এবং রোযার সঙ্গে যদি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা যুক্ত না হয় তবে তার কোনই বিশেষত্ব নেই। যোগী ও সন্ন্যাসীরাও নিজেদের মত কঠোর সাধনা করে। প্রায় দেখা যায় তাদের অনেকে নিজেদের হাত পর্যন্ত শুষ্ক করে ফেলে"। সন্ন্যাসীরা এমন সাধনা করে যে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিজেদের হাত এক ভঙ্গিতে একই স্থানে অনড় রেখে দেয়, এমনকি তাদের হাত শুকিয়ে যায়। তিনি বলেন, " তারা কঠোর পরিশ্রম করে এবং নিজেদেরকে কষ্টে ও বিপদে ফেলে। কিন্তু এই কষ্ট তাদেরকে কোন জ্যোতিঃ দান করে না।" কষ্ট তো আছে, কিন্তু তার ফলে কোন জ্যোতিঃ লাভ হয় না। " আর কোন প্রশান্তিও লাভ হয় না। বরং তাদের অভ্যন্তরীন অবস্থা মন্দ থাকে। তারা মৌখিক উপাসনা করে, যার সঙ্গে অভ্যন্তরের যোগ কম থাকে আর তাদের আধ্যাত্মিকতায় কোন প্রভাব পড়ে না। " আধ্যাত্মিকতার উপর তাদের এই চেষ্টা, সাধনা ও পরিশ্রমের কোন প্রভাবই পড়ে না। " এই কারণেই কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۔ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (الحج:38)

(আল হজ্জ-৩৮) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে তোমাদের কুরবানীর মাংস পৌঁছায় না আর রক্তও পৌঁছায় না, বরং তাকওয়া পৌঁছায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'লা বাকল পছন্দ করেন না, তিনি শাঁস চান। " কেবল বাহ্যিক আবরণ এবং বাহ্যিক জাঁকজমক বা আড়ম্বর কাঙ্খিত নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা চান প্রকৃত নির্যাস বা সার। এখন প্রশ্ন হল যদি মাংস ও রক্ত না-ই পৌঁছায়, বরং তাকওয়া পৌঁছায়, তবে কুরবানী করার প্রয়োজন কি? অনুরূপভাবে নামায রোযা যদি অন্তরের বিষয় হয় তবে বহিরঙ্গে এর প্রয়োজন কিসের?" নামায পড়ার বা রোযা রাখার প্রয়োজন কি? অন্তরে কেবল এক স্পৃহা সৃষ্টি হওয়া চায় যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার সামনে নতজানু হয়েছি। মনের মধ্যে এমন ভাবনা আনলেই যথেষ্ট। তিনি বলেন, " এর উত্তর এটিই যে, এটি একদম খাঁটি কথা যে, যারা দেহ দ্বারা কাজ নেওয়া ছেড়ে দেয়, তাদেরকে আত্মা স্বীকার করে না এবং তাদের মধ্যে সেই প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হতে পারে না।" যদি দেহকে কষ্টে না ফেল, আত্মাকে যদি দেহের সঙ্গে চালনা না কর, বা দেহকে আত্মার সঙ্গে চালনা না কর, প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হতে পারে না। এই উপলব্ধি সৃষ্টি হতে পারে না যে, প্রত্যেক প্রয়োজনের জন্য আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে অবনত হতে হবে, এবং তাঁর ইবাদত করতে হবে, তাঁর বান্দা হতে হবে।

তিনি বলেন, " যারা কেবল দেহ দ্বারা কাজ নেয়, আত্মাকে এর সঙ্গী করে না, তারাও মারাত্মক ভ্রান্তিতে রয়েছে। আর এই যোগীরা এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। আত্মা ও শরীরের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা একটি পারস্পরিক সম্পর্ক রেখেছেন। শরীরের প্রভাব আত্মার উপর পড়ে। মোটকথা দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা দুটিই সামান্তরালভাবে পরিচালিত হয়। আত্মার মধ্যে যখন বিনয় জাগে তখন তা শরীরের মধ্যেও সৃষ্টি হয়। এই কারণে যখন আত্মার মধ্যে সত্যিকার বিনয় ও চাহিদা থাকে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে শরীরে ভিন্ন কোন প্রভাব পড়লে আত্মাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২০-৪২১)

অতএব উভয়ের পরস্পরের সঙ্গে চলা আবশ্যক এবং একজন মোমিনকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, বাহ্যিক ইবাদতসমূহ এবং কুরবানীও তাকওয়া বৃদ্ধি, নিজের আত্মার উন্নতি এবং আত্ম-শুদ্ধির উদ্দেশ্যে কর।

তাকওয়া কি যেটি পরম উদ্দেশ্য আর যা আমাদের কুরবানী এবং ইবাদতসমূহকে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গ্রহণীয় করে তোলে? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় একাধিক স্থানে তাঁর লেখনীর মধ্যে তুলে ধরেছেন। একবার তিনি তাকওয়ার শর্তসমূহের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: মুত্তাকীদের জন্য শর্ত হল তারা যেন

দারিদ্রতার মাঝে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে। এটি তাকওয়ার একটি শাখা, যার মাধ্যমে আমাদেরকে ভারসাম্যহীন ক্রোধের মোকাবেলা করতে হবে। ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়াই হল বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী এবং সত্যবাদীদের জন্য চূড়ান্ত ও কঠিন গন্তব্য।" ক্রোধ দমন করা, ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়া অনেক কঠিন গন্তব্য, এমনকি তত্ত্বজ্ঞানী ও সত্যান্বেষীদের জন্যও অনেক বড় গন্তব্য। তিনি বলেন, আত্মশ্লাঘা এবং দাম্ভিকতা ক্রোধের কারণে সৃষ্টি হয়।" অহংকার ও আত্মশ্লাঘা ক্রোধের অবস্থায় সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে কখনো ক্রোধই আত্মশ্লাঘার পরিণামে দেখা দেয়।" মানুষ ক্রোধান্বিত হয় কেন? এই কারণে যে, তার মাঝে অনেক সময় অহংকার ও দাম্ভিকতা দেখা দেয়। অপরকে সে নিজের থেকে হেয় জ্ঞান করে এবং নিজেকে বড় মনে করে আর অপরের সামান্য ভুলেই সে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। এই কারণে বলা হয়েছে, অহংকার ও আত্মশ্লাঘার কারণেই ক্রোধের জন্ম হয়। তিনি বলেন, কেননা, ক্রোধের জন্ম তখন হয়, মানুষ যখন নিজেকে অপরের উপর প্রাধান্য দেয়। "

অতএব যারা ক্রোধের বশঃবর্তী হয়ে লড়াই ও হাতাহাতি করতে উদ্যত হয়, এতে তাদের জন্য উদ্বেগের কারণ রয়েছে। সেটি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ, দম্পতির মধ্যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হোক বা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হোক- সর্বত্রই তাদেরকে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, আর বিশেষ করে এই কুরবানীর ঈদে এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, আমরা যেন নিজেদের ক্রোধকেও ত্যাগ করি এবং নিজেদের প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে তা আরও উন্নত করি। তিনি বলেন, কেননা ক্রোধের জন্ম সেই সময় হয় যখন মানুষ নিজেকে অপরের উপর প্রাধান্য দেয়।

তিনি বলেন, আমি চাই না যে, আমার জামাতের সদস্যরা পরস্পরকে ছোট বা বড় মনে করুক বা পরস্পরের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করুক বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখুক। খোদা জানেন কে বড় আর কে ছোট। এটি এক ধরণের অবজ্ঞা প্রদর্শন। যার মধ্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনের অভ্যাস রয়েছে সে যেন ভয় করে, কেননা অপরকে হেয় জ্ঞান করার এই বীজ এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তার ধ্বংসের কারণ হবে। অনেকে বড় ও সম্মানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বড়ই শিষ্টাচার প্রদর্শন করে। " তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান দেয়। কিন্তু বড় সেই, যে দরিদ্রের কথা বিনয়ী হয়ে শোনে এবং তার মনজয় করে এবং তার কথার সম্মান দেয়। কোন ক্রোধের কোন কথা মুখে আনে না, যার কারনে সে দুঃখ পেতে পারে। খোদা তা'লা বলেন, 'তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না, এবং একেক অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দূষণীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা, এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারাই যালেম।'

(আল-হুজরাত, আয়াত: ১২) ।

তিনি বলেন, " তোমরা পরস্পরকে দুষণীয় নাম ধরে ডেকো না। এটি পাপিষ্ঠও দুরাচারীদের কাজ। যে ব্যক্তি কাউকে উত্যক্ত করে, সে ততদিন মৃত্যু বরণ করবে না, যতদিন পর্যন্ত না সে নিজেও এর ভুক্তভোগী হয়।" তিনি বলেন, " নিজের ভাইদেরকে হেয় মনে করো না। তোমরা সকলে যখন একই প্রস্রবণ থেকে পানি পান কর, তবে কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি রয়েছে। জাগতিক নীতিমালার মাধ্যমে কেউ সম্মানীয় হতে পারে না। খোদা তা'লার নিকট বড় সেই, যে মুত্তাকি। ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতকাকুম' (আল হুজরাত: ১৪) (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬)

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সব থেকে বেশি সম্মানীয় সেই ব্যক্তি যে সব থেকে বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।

প্রকৃত মারেফাত বিনয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই মানুষকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হওয়া উচিত এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: আমার নিকট পবিত্র হওয়ার এটি এক উৎকৃষ্ট পন্থা এবং মানুষের কোন প্রকারের অহংকার এবং গর্ব না করার এর থেকে উত্তম কোন পন্থা হতে পারে না। না জ্ঞানের গর্ব, না বংশের গৌরব না সম্পর্দের অহংকার। খোদা তা'লা যখন কাউকে চক্ষু দান করেন, তখন সে দেখে যে, প্রত্যেক জ্যোতিঃ যা এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দান করতে পারে তা উর্দ্ধলোক থেকে অবতীর্ণ হয়। বাহ্যিক চোখ দ্বারাও আমরা দেখি যা তখনই ব্যবহৃত হয় যখন আলোক পাওয়া যায় আর এই আলোক আকাশ থেকেই আসে। মানুষ সব সময় আকাশের আলোর মুখাপেক্ষী, সে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ হোক কিম্বা বাহ্যিক রশ্মি। চোখও দেখতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত না সূর্যের কিরণ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃ যা সকল প্রকারের অন্ধকার দূর করে" যা অন্তরের জ্যেতিঃ আর অন্তরের অন্ধকারকে দূর করে। " আর তার পরিবর্তে খোদাভীতি ও পবিত্রতার জ্যেতিঃ সৃষ্টি করে। " মনের অন্ধকার দূর করার জন্য এমন জ্যোতিঃ যা তাকওয়া ও পবিত্রতা সৃষ্টি করে তা আকাশ থেকে আসে। তিনি বলেন, "আমি সত্য সত্য বলছি, মানুষের তাকওয়া, ঈমান, ইবাদত এবং পবিত্রতা সবকিছুই উর্দ্ধলোক থেকে আসে আর এটি নির্ভর করে খোদা তা'লার অনুগ্রহের উপর। তিনি চাইলে এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন বা এর থেকে বিচ্যুত করেন। অতএব প্রকৃত মারেফাত হল মানুষের নিজেকে হীন ও তুচ্ছ মনে করার নাম।" নিজেকে কোন কিছু মনে না করা। "এবং বিনয়ী হয়ে খোদা তা'লার দরবারে নতজানু হয়ে তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করা এবং সেই মারেফাতের জ্যোতিঃ যাচনা করা যা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে জ্বালিয়ে দেয়।" অতএব প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে ভস্মীভূত করতে হলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সেই মারেফাতের জ্যোতিঃ যাচনা করা প্রয়োজন আর তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই লাভ হয়। তিনি বলেন, "এবং অভ্যন্তরে এক জ্যোতিঃ এবং পুণ্যের জন্য শক্তি ও উত্তাপের সঞ্চার করে।" এই মারেফাতের জ্যোতিঃ সৃষ্টি হলে প্রবৃত্তির উত্তেজনাকেও ভস্মিভূত করবে এবং এক প্রকার জ্যোতিঃ ও পুণ্যের জন্য শক্তি এবং মনের মধ্যে উষ্ণতার সৃষ্টি হবে।" এর পর যদি তাঁর কৃপায় সে যদি কিছুটা অংশ লাভ করে এবং তার বক্ষ উন্মোচিত হয়" যখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভ হয়, অন্তর উন্মোচিত হয়, তা আলোকপূর্ণ হয় তখন কি হয়? " তখন তা নিয়ে গর্ব ও অহংকার যেন না করে, বরং বিনয়ের ক্ষেত্রে তার যেন আরও উন্নতি হয়।" মানুষের অন্তরে যতই জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পায়, তার মধ্যে বিনয়ভাবও বাড়তে থাকা উচিত। তিনি বলেন, " কেননা, সে নিজেকে যতটা তুচ্ছ জ্ঞান করবে ততটাই খোদা তা'লার জ্যোতিঃ নেমে আসবে যা তাকে জ্যোতিঃ ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করে তুলবে। মানুষ যদি এই বিশ্বাস রাখে তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার নৈতিক অবস্থা উন্নত হবে। পৃথিবীতে নিজেকে কিছু মনে করাও অহংকার এবং সেই অবস্থায় তৈরী করে দেয়। এর পর মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, অপরের উপর অভিসম্পাত করে এবং তাকে তুচ্ছ মনে করে। আমি এই সব কথা বার বার এই কারণে বলি যে, খোদা ত'লা যে এই জামাতকে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এতে তাঁর উদ্দেশ্য হল সেই প্রকৃত মারেফাত যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং সেই প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা যা এই যুগে অমিল তা পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বলেন, পৃথিবীর সর্বত্র অহংকার বিরাজ করছে। উলেমা নিজের পাণ্ডিত্যের আস্ফালন এবং অহংকারে নিমজ্জিত রয়েছে। ফকিরদেরকে দেখ, তাদেরও অবস্থা অন্য মাত্রা পেয়েছে। আত্মসংশোধনের দিকে তাদের কোন আগ্রহ নেই। তাদের যাবতীয় উদ্দেশ্য ও ধ্যানজ্ঞান কেবল দেহকে ঘিরেই। এই কারণেই তাদের উপাসনা পদ্ধতি এবং সাধনাও বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। যেমন- 'যিকরে আররা'। যার সঙ্গে নবুয়তের কর্মধারার কোন যোগসূত্র প্রমাণিত হয় না।" বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের মানুষ বিভিন্ন ধরণের যিকর তৈরী করেছে। তারা নিজেদেরকে উলেমা ও সুফি মনে করে; কিন্তু তিনি বলেন, বলেন, এমন এমন বিদাতের উদ্ভাবন হয়েছে যেগুলি মহানবী (সা.)-এর দ্বারা প্রমাণ হয় না। আমি দেখছি, অন্তরকে পবিত্র করার দিকে কোন মনোযোগই নেই। কেবল শরীরটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে যাতে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই। এই সাধনা অন্তরকে পবিত্র করতে পারে না আর কোন প্রকৃত মারেফাতের জ্যোতিও দান করতে পারে না। তাই এই যুগ সম্পূর্ণরূপে এখন উদ্দেশ্যহীন। নবুয়তের পথ যা অবলম্বন করা উচিত ছিল, তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে এবং বিস্মৃত হয়েছে। এখন আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় হল সেই নবুয়তের পথ ফিরে আসুক এবং তাকওয়া এবং পবিত্রতা এই জামাতের মাধ্যমে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হোক।

অতএব আমাদের জামাতের সদস্যদের অনেক বড় দায়িত্ব তারা যেন সেই তাকওয়া সৃষ্টি করে যার প্রত্যাশা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)- আমাদের কাছে রাখেন। তিনি বলেন-

" অতএব (তোমাদের) কর্তব্য হল প্রকৃত সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেওয়া। অনুরূপভাবে যেরূপে মহানবী (সা.) সংশোধনের পথ বলেছেন।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৬-২৭৮, ১৯৮৫-এর সংস্করণ, লন্ডনে মুদ্রিত)

জামাতকে তাকওয়ার পথে চালিত হওয়ার উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

" হে লোক সকল! যাহারা নিজেকে আমার জামাতভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামাতভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে যখন তোমরা সত্যিকাভাবে তাকওয়ার (খোদা-ভীরুতার) পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং

এরপর শেষের পাতায় .....

খিলাফতের বিষয়ে হাদীস উপস্থাপন করে এবং এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করে শুমাইলা শাহিদ।

হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন-তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর তা উঠিয়ে নিবেন এবং নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা যখন চাইবেন এই নেয়ামতকে উঠিয়ে নিবেন এবং তাঁর তকদীর অনুসারে যন্ত্রণাদায়ক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই যুগের অবসানের পর তাঁর দ্বিতীয় তকদীর অনুসারে অত্যাচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশেষে আল্লাহ্র করুণা উদ্বেলিত হয়ে জুলুম ও অত্যাচারের যুগের অবসান হবে। একথা বলে মহানবী (সা.) নীরব হয়ে যান।

এরপর ওয়ানীসা আমহদ 'খুলাফায়ে রাশেদীন'- বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখে এবং চার জন খলীফা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে।

এরপর আলিশা বাট, লাবিনা জাভেদ, মুবাশ্বেরা চিমা, আনিকা লাইক, মাশআল আহমদ এবং যারা তারিক সমবেত কণ্ঠে একটি নযম পরিবেশন করে।

'হামারা খিলাফত পে ঈমান হ্যায়।'

এরপর পর বাসমা চীমা 'খিলাফতের কল্যাণ' সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খিলাফত সম্পর্কে আল ওসিয়্যত পুস্তিকায় বলেন:

খোদা তা'লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। ১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন। ২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামাত ধরাপৃষ্ঠ থকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদা তা'লার এই 'মুজিযা' দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ-হযরত (সা.)- এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-রে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন।
.....

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভব নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমণ তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা'লা বলিয়াছেন, ' আমি তোমা অনুবর্তী এ জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর জয়যুক্ত করব।

এর পর আমেনা সৈয়্যদা এবং আযযা বেলাল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের উপর বক্তব্য রাখেন। অতঃপর হুযুর আনোয়ার (আই.) নাসেরাতদের প্রশ্ন করার অনুমতি দান করেন।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনি যখন আসেন তখন একটি নযম পড়ার বিষয়ে কথা বলেছিলেন। এখন কি সেই নযমটি পড়ব? নযমটি 'দুররে সামীন' থেকে নেওয়া। ' সুবহানা মাঁইয়ারানি'। আরেক মেয়ে কাসীদা পড়ার আবেদন করে।

হুযুর আনোয়ার দুটি পঙক্তি পড়ার অনুমতি প্রদান করেন এবং ' ইয়া রাব্বি সাল্লে আলা নবীয়েকা দায়েমান' পঙক্তিটির পুনরাবৃত্তি করতে নির্দেশ দেন।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) এযাবৎ কতবার কুরআন মজীদ পাঠ করা সম্পূর্ণ করেছেন? হুযুর আনোয়ার বলেন, অসংখ্য বার। কখনো গণনা করি নি। বছরে ছয় থেকে সাতবার সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনি যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন কেমন অনুভুতি ছিল?

হুযুর বলেন, আমি পূর্বেও বলেছি, ভিডিও পুনরায় দেখে নিও। অনেক বড় দায়িত্ব ভার হয়ে থাকে। আর এটি অনেক কঠিন কাজ।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করে স্কুলে কোন বয়সে ওড়না পরা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর বলেন: ১২ বছর থেকে। কিন্তু পরিধান উপযুক্ত এবং লজ্জাশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে , আপনি বাল্যকালে কি ধরণের দুষ্টুমি করতেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোর বলেন: নিশ্চয় করতাম, এখন স্মরণে নেই। আমি প্রায় ঝগড়ার মীমাংসা করতাম।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনি কি বাল্যকালে মায়ের কথা শুনতেন এবং তাঁকে সাহায্য করতেন?

হুযুর বলেন, আমি প্রত্যেকটি নির্দেশ মান্য করতাম। বাজার থেকে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র এনে দিতাম।

হুযুরের প্রিয় রঙ কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: কখনো ভেবে দেখি নি। সমস্ত রং-ই ভাল লাগে।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনার কাছে অবসর সময় থাকলে আপনি কি রান্না করেন?

হুযুর বলেন: পূর্বে রান্না করতাম। কিন্তু এখন সময় পাই না।

আপনার প্রিয় ফুল কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: গোলাপ ফুল।

আপনার পছন্দের খাদ্য কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সমস্ত সুস্বাদু খাবার ভাল লাগে। এমনিতে 'সি-ফুড'ও ভাল লাগে।

আপনার প্রিয় খেলা কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: এই একই প্রশ্ন ছেলেরাও করেছিল। শৈশবে এবং যৌবনে ক্রিকেট খেলতাম।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, ইউরোপিয়ানরা ইসলামকে কেন ঘৃণা করে আর তারা আল্লাহকে কেন বিশ্বাস করে না?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক মুসলমান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করে নি। তাদের মধ্যে সঠিক ইসলামী শিক্ষা নেই। মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুল ভাবে তুলে ধরে। ইসলাম শত্রুদের সঙ্গেও অন্যায় না করার নির্দেশ দেয়। ইসলাম ন্যায়ের শিক্ষা দেয়। অথচ মুসলমানরা ন্যায় করছে না। ইসলাম দেশের আইন মেনে চলার শিক্ষা দেয়। কিন্তু সার্বিকভাবে মুসলমানরা আইন মেনে চলে না। অনুরূপভাবে আরও অনেক ইসলামী শিক্ষাবলী রয়েছে যেগুলি তারা মেনে চলে না। তারা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত। মুসলমান দেশগুলি নিজেদের দেশের জনগণকে হত্যা করছে। সাধারণ মানুষ দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। একটি বিদ্রোহের জন্ম হচ্ছে। এদেরকে যখন ইউরোপের মানুষ দেখে তখন তারা মনে করে যে, ইসলাম ধর্ম এমনটাই। অনেকে আবার উগ্রবাদ এবং হত্যা ও হানাহানিতে লিপ্ত রয়েছে; কিন্তু আমরা যখন তাদেরকে বলি যে, এটি ইসলাম নয়, ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম, ইসলামের অর্থই হল শান্তি। এই কারণে আমরা একে উগ্রবাদী বলতে পারি না।

বিভিন্ন স্থানে এবং সম্মেলনে আমি বলি যে, এই হল ইসলামের স্বরূপ। তখন প্রতিক্রিয়ায় মানুষ একথা ব্যক্ত করে যে, এই ইসলাম তো অপূর্ব সুন্দর। অনুরূপভাবে আমরা যখন লিফলেট বিতরণ করি, তখন মানুষ সঠিক ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয়। মানুষ তখন প্রতিক্রিয়ায় জানায় যে, এই ধরণের ইসলামকে তো আমরা পছন্দের দৃষ্টিতে দেখি। যদি তোমরা এম.টি.এ দেখ, তবে দেখবে তাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আসে যেখানে ইউরোপিয়ান মানুষ একথা ব্যক্ত করে যে, জামাত আহমদীয়া যে ইসলাম উপস্থাপন করে তা খুবই ভাল। অতএব প্রকৃত ইসলাম সেটিই যা আমরা আহমদীরা উপস্থাপন করে থাকি।

মহানবী (সা.)ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এক সময় মুসলমান জাতির মধ্যে বিকার দেখা দিবে এবং তারা প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসবে। সেই সময় মসীহ মওউদ আসবেন এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরবেন। তোমরা আহমদী, তাই তোমরা মানুষকে বল যে, যে ইসলাম তোমরা অন্যান্য মুসলমানের মধ্যে দেখ তা সঠিক নয়। বরং যে ইসলাম নবী করীম (সা.) নিয়ে এসেছিলেন এবং কুরআন করীম যার সম্পর্কে বর্ণনা করে তা হল শান্তি ও ভালবাসার ইসলাম। আমরা আহমদীরা এর উপর আমল করি।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য হল রসুলে করীম (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন এবং সুরা জুমাতেও এর উল্লেখ রয়েছে যে, শেষ যুগে মসীহ মওউদ আসবেন। অ-আহমদীরাও একথা জানে যে মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ আসবেন; কিন্তু তারা বলে, মসীহ আকাশ থেকে নেমে

আসবেন, ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত বসে আছেন এবং পুনরায় আসবেন। অপরদিকে আমরা বলি যে, কোন মানুষ চিরকালের জন্য জীবিত থাকতে পারে না। যদি কেউ জীবিত থাকতেন তবে তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী (সা.)। যখন তিনি (সা.) জীবিত নেই তবে হযরত ঈসা (আ.) কিভাবে জীবিত থাকতে পারেন। আমরা অন্য মুসলমানদেরকে বলি যে, তোমরা ভুল বুঝেছ। কেউ আকাশ থেকে নেমে আসবে না আর কেউ মাহদীর সঙ্গে মিলে মুসলমানদের হেদায়েতও দিবে না বা খৃষ্টানদেরকে হত্যা করবে না। বরং মসীহ ও মাহদী একই সত্তা এবং এই মসীহ ও মাহদীই মুসলমানদের হেদায়েত দিবেন এবং যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা মানুষের আপত্তি সমূহের উত্তর দিবেন। তিনি মানুষকে বলবেন যে, প্রকৃত শিক্ষা কি আর সমস্ত মানুষকে তিনি নিজের হাতে সমবেত করবেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, যে মসীহ ও মাহদীর আগমণ নির্ধারিত ছিল তিনি এই উম্মতের মধ্য থেকেই এসেছেন। আঁ-হযরত (সা.)ও বুখারীরর সহী হাদীসে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি এই উম্মতের মধ্য থেকে আসবেন। অতএব আগমণকারী এসে গেছেন। আর মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব (আ.)-ই হলেন সেই মসীহ মওউদ। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁকে আমরা মেনেছি। অপরদিকে অ-আহমদীরা বলে, তিনি এখনও আসেন নি। তিনি আকাশ থেকেই আসবেন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণ সম্পর্কে যে সমস্ত লক্ষণাবলী বলা হয়েছে সেগুলিও পূর্ণ হয়েছে। যেমন- আধুনিক যানবাহনেরও উল্লেখ রয়েছে। ট্রেন, জাহায ইত্যাদি যুগান্তকারী যানবাহনের আবিষ্কার হবে। একই রমযান মাসে চাঁদ ও সূর্যে নির্ধারিত তারিখে গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষণও বলা হয়েছিল। সেই নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে। অতএব আমাদের কাছে দলিল-প্রমাণ রয়েছে যে, কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী এসে গেছেন। আমরা তাঁকে মেনেছি। এখন আর অন্য কেউ আসবে না। অন্য মুসলমানেরা বলে, তিনি আকাশ থেকে আসবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা নিদর্শনাবলী এবং দলিল-প্রমাণও আয়ত্ত করুন।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনার প্রতিদিনের রুটিন কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক বার বলেছি। আবার বলছি। ভোরে নফলের জন্য উঠি। এরপর কিছুক্ষণ কুরআন করীম তিলাওয়াত করি, সুন্নত পড়ি । এরপর নামায পড়ানোর জন্য যাই। ফিরে এসে কিছুক্ষণ কসরত করি। এরপর পুনরায় কুরআন করীমের তফসীর পড়ি। এরপর একটু ঘুমিয়ে নিই। ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃরাশ সেরে অফিসে যাই। বিভিন্ন দফতরের কমিটির সদস্যরা সাক্ষাতের জন্য আসেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশের আমীর সাক্ষাতের জন্য আসেন। দুই তিন ঘন্টা এইভাবে কাটে।

এরপর যোহরের নামায পড়ানোর জন্য যাই এবং ঘরে গিয়ে খাবার খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। বিশ্রামের পর পুনরায় অফিস যাই। অফির এবং বিভিন্ন মিশনের চিঠিপত্র দেখি। বিকেলে চা খাওয়ার পর আসরের নামাযে আসি। মানুষ সাক্ষাতের জন্য আসে যেখানে দেড়-দুই ঘন্টা ব্যয় হয়। এরপর বিদেশের চিঠিপত্র দেখি। রাত্রে খাওয়ার পর এশার নামাযে আসি। কোন আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে এলে তাঁদের সঙ্গে পাঁচ-সাত মিনিট সময় অতিবাহিত করি। পুনরায় অফিসে গিয়ে চিঠিপত্র দেখি। এরই মধ্যে রাত হয়ে আসে। রাত্রি এগারোটা বা সাড়ে এগারোটা হলে কিছু বই-পুস্তক পড়ি, সংবাদপত্র দেখি। এরপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিই এবং পুনরায় সেই একই রুটিন আরম্ভ হয়ে যায়। এরই মধ্যে মানুষের অনেক চিঠিপত্র এসে পৌঁছায়, সেগুলিও দেখি। সপ্তাহে সাত-আট হাজার চিঠি আসে যেগুলির সারাংশ আমার কাছে এসে পৌঁছায়। আরও ছয়-সাত হাজার চিঠি এমনিই আসে। তোমরাও নিয়মিত চিঠি লিখতে থেকো।

হুযুর আনোয়ার মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কখনো কি চিঠি লেখ? আমার হস্তাক্ষর যুক্ত উত্তর এসেছে? তোমাদের চিঠির উত্তর এসেছে? মেয়েরা উত্তর দেয় যে, আমরা হুযুরের পক্ষ থেকে চিঠির উত্তর পাই। হুযুর বলেন: এইভাবেই দিন কেটে যায়।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে হুযুর কি কোথাও চাকরী করতেন?

এর উত্তরে হুযুর বলেন, আমি ওয়াকফে যিন্দগী (উৎসগির্ত) ছিলাম। অফিসে জামাতের কাজই করতাম। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় দফতরে আমি নাযির আলা ছিলাম। এর পূর্বে নাযির তালীমও থেকেছি। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান করতে হত সেখানে। এরপূর্বে তাহরীকে জাদীদে ওকালত মাল ছিলাম। এরও পূর্বে ঘানায় ছিলাম। স্কুলেও থেকেছি আর এর পাশাপাশি প্রকল্পের কাজও পরিচালনা করেছি। আমি ওয়াকফে যিন্দগী ছিলাম। প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত জামাতেরই কাজ করেছি। যারা ওয়াকফে নও, তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদেরকে বেশি করে জামাতের কাজ করা উচিত।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, জীবনে একবার হজ্জ করা কেন আবশ্যক?

এর উত্তরে হুযুর আনোযার বলেন: প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক নয়। যারা হজ্জের জন্য রাস্তা খরচ বহনে সক্ষম, যাদের যাত্রার সুবিধা রয়েছে, কোন প্রকারের বিপদ নেই, তাদের জন্য হজ্জ আবশ্যক হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর যুগে মক্কা বিজয়ের পূর্বে সমস্যা ও বিপদ ছিল যার কারণে তিনি (সা.) হজ্জ করতে পারেন নি। মক্কাতেও যেতে পারতেন না। হুযুর বলেন: যদি সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকে তবে জীবনে একবার হজ্জ করে নেওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু হজ্জ করা কেবল তাদের জন্য আবশ্যক যাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। পথের খরচও থাকে, পথে কোন বিপদও না থাকে তবে হজ্জ করে নেওয়া শ্রেয়। কিন্তু যদি প্রতিবন্ধকতা থাকে তবে হজ্জ না করলেও কোন অসুবিধা নেই।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনি কতগুলি ভাষা জানেন? এর উত্তরে হুযুর বলেন, একটিও না। ভালভাবে কেবল উর্দু জানি আর কিছুটা ইংরেজি। আরবী ভাষা সামান্য বুঝতে পারি।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনার প্রিয় প্রাণী কোনটি?

এর উত্তরে হুযুর বলেন: সমস্ত প্রাণীই ভাল। হুযুর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রিয় প্রাণী কোনটি? তুমি বাড়িতে কোন পোষ্য রেখেছ? সেই মেয়ে উত্তর দেয় যে ছোট্ট কুকুর তার প্রিয় প্রাণী। হুযুর বলেন, যদি শিকারের উদ্দেশ্যে রাখ তবে ভাল কথা বা বাড়ির রক্ষী হিসেবে রাখা যায়, অন্যথায় শখের জন্য রাখার প্রয়োজন নেই।

এক মেয়ে বলে, হুযুর বলেছিলেন যে, চেহারা রঙ করা উচিত নয়। এই কারণে আমরা আহমদী ছেলে মেয়েরা রঙ করি না।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, খুব ভাল কথা।

এক মেয়ে বলে, হুযুর! আপনি বলেছিলেন যে, নামায অত্যন্ত জরুরী। আমিও নামায পড়ি।

হুযুর বলেন, 'মাশাআল্লাহ্'।

এক মেয়ে বলে, হুযুর খুতবায় বলেছিলেন যে, শিশুদেরকে সুন্দর সুন্দর কাহিনী শোনানো উচিত। আমার মা আমাকে নবীগণ ও সাহাবাগণের কাহিনী শোনান।

হুযুর বলেন, খুব ভাল কাজ করেন, মাশাআল্লাহ্।

এক মেয়ে বলে, গত বছর আপনি যখন জার্মানীর জলসায় এসেছিলেন তখন আপনি ছোটদের দিকে এসে হাত নেড়েছিলেন (অভিবাদন স্বীকার করেছিলেন) যা দেখে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

হুযুর স্নেহের স্বরে বলেন, বসে পড়। আবার যেন কেঁদে না ফেল।

এক মেয়ে বলে, প্রিয় হুযুর! আপনি ডেনমার্কে এসেছেন বলে, নাসেরাতরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে।

এক মেয়ে বলে, যখন তার বয়স পাঁচ বছর ছিল, সেই সময় কাদিয়ান গিয়েছিল। এখন তার বয়স নয় বছর।

হুযুর বলেন, এখন কাদিয়ান অনেক পাল্টে গেছে। চার পাঁচ বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাই আরও একবার অবশ্যই সেখানে যাও।

এক মেয়ে বলে, তার ঘরে হুযুর আনোয়ারের একটি ছবি রয়েছে যেটিকে সে সবসময় দেখতে থাকে।

হুযুর বলেন, নামায পড়ার সময় ছবিটি যেন সামনে না থাকে, পিছনে থাকা উচিত।

নাসেরাতদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের এই ক্লাস ৮টা ৪৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

৯ই মে, হিলটন হোটেলে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান।

আজ ডেনমার্ক জামাতের পক্ষ থেকে হিলটন হোটেলে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় হোটেলে আসেন।

মন্ত্রী এবং সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাত

পাঁচটা ৫৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার হোটেলে আসেন। প্রোগ্রাম অনুসারে অনুষ্ঠান আরম্ভের পূর্বে কয়েকজন অতিথির সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত নির্ধারিত ছিল।

সম্মানীয় অতিথিরা ছিলেন, সাংসদ উলা স্যান্ডবায়েক, সাংসদ ইয়ান মেসম্যান, সাংসদ যোসেফাইন ফক, বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত পোল ডে উইট এবং মিনিস্টার ফর কালচারাল আফেয়ার্স মি. বার্টেল হার্ডার। এই সকল অতিতি কনফারেন্স হলে হুযুরের আগমণের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

হুযুর হোটেলের কনফারেন্স রুমে এসে অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাদের সঙ্গে পরিচিত হন।

এক সাংসদ বলেন, প্রথমত আমি হুযুরের নিকট দোয়ার আবেদন জানাব এবং নিবেদন করব যে, ডেনমার্কের মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। এরা প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। আমি চাই, আপনি

এরপর পাঁচের পাতায়.

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 10 May, 2018 Issue No.19

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সেসব বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে এদের জন্য রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা। কেউ এদেরকে জোর করে বাড়ি ছাড়া করতে পারবে না অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেও এদের বাধ্য করা যাবে না। বরং মুসলমানরা এদের জন্য যুদ্ধ করবে। কোন খ্রিষ্টান মেয়ে যদি কোন মুসলমানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে তার (অর্থাৎ সেই মেয়ের) অনুমোদন ছাড়া এটি সম্পাদিত হতে পারবে না। তাকে তার গির্জায় গিয়ে উপাসনা করতে বাধা দেওয়া যাবে না। এদের গির্জাগুলোর পবিত্রতার অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধা দেওয়া যাবে না। আর এদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলির পবিত্রতা হানি করা যাবে না। এ ঘোষণাপত্র কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই উম্মতের সদস্য লঙ্ঘন করতে পারবে না।

একুট ভেবে দেখুন, কি চমৎকার শিক্ষা! বিশ্বনবী, মহানবী (সা.)প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, যে যে ধর্মের হোক না কেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের জাগতিক অবস্থা সমান। এটি নিছক একটি ঘোষণাই ছিল না। বরং মহানবী (সা.) মদিনার শাসনকাজ পরিচালনাকালে এর সুষ্ঠ বাস্তবায়নও করেছিলেন। একবার মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নিয়ে একজন মুসলমান ও একজন ইহুদীর মাঝে বাক-বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে বিতণ্ডা তিক্ততার স্তরে উপনীত হলে সেই ইহুদী মহানবী (সা.)-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। মহানবী (সা.) নিরপেক্ষ শাসক হিসেবে রায় দিয়ে বলেন, তোমরা আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। (আল বিদায় ওয়ান নিহায়া লে ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৭) এর অর্থ হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগতে কে শ্রেষ্ঠ আর কে শ্রেষ্ঠ নয় এটা মানুষের সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। অতএব এ নিয়ে সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করতে যেও না। ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইসলামের শিক্ষানুযায়ী দ্ব্যর্থহীনভাবে সাব্যস্ত।

রাষ্ট্রের যেমন কোন ধর্ম নেই তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি নীতি। এর অর্থ ধর্মহীনতা বা ধর্ম বিমুখতা নয়। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র, পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়করা নাগরিকদের ধর্ম বা বিশ্বাসের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবেন। কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী বা কে অবিশ্বাসী অথবা নাস্তিক এ বিষয়ে রাষ্ট্র-যন্ত্র কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার, সবাই রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সমান-এই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। অতএব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা বিশেষভাবে প্রণিধাণযোগ্য।

****

খুতবা ঈদের শেষাংশ .....

নিবিষ্টচিত্তে আদায় করিবে যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষাতভাবে দেখিতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। যাহারা যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত তাহারা যাকাত দিবে। যাহাদের জন্য হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং তাহা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে তাহারা হজ্জ করিবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে এবং পাপকে ঘৃণার সহিত বর্জন করিবে, নিশ্চয় স্মরণ রাখিও যে, কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যাহাতে তাকওয়া নাই। প্রত্যেক কর্মের মূল তাকওয়া। যে কর্মে এই মূল ধ্বংস হয় না, সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হইবে না।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৫)

হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে- ইন্নামাল আমালে বিন্নিয়াতে'। (সহী বুখারী, কিতাব বাদউল ওহী) অর্থাৎ কর্ম নির্ভর করে নিয়্যত বা সংকল্পের উপর'। যদি পুণ্যকর্মের সংকল্প থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন। যদি কোন অশুভ ইচ্ছা বা সংকল্প থাকে তবে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত আছে। তিনি বলেন, " ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদিগকে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে যেরূপ পূর্ববর্তী মোমেনগণের পরীক্ষা হইয়াছিল। অতএব সাবধান! এরূপ যেন না হয় যে, তোমরা হোঁচট খাও। দুনিয়া তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না যদি আকাশের সহিত তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। তোমাদের নিজেদের ক্ষতি নিজেদের হাতেই হইবে, শত্রুর হাতে নয়। তোমাদের পার্থিব সম্মান যদি বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে খোদা তোমাদিগকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করিবেন। অতএব তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তাঁকে আঁকড়ে ধর। দেখ আমি অতি আনন্দের সহিত তোমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছি যে, বাস্তবিকই তোমাদের খোদা মজুদ আছেন। যদিও সকলে তাঁহারই সৃষ্ট, তবুও তিনি সেই ব্যক্তিকেই মনোনীত করিয়া থাকেন, যে তাঁহাকে মনোনীত করে। যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, তিনি তাহার নিকট যান। যে তাঁহাকে সম্মান দেয়, তিনিও তাহাকে সম্মান দান করেন।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৫)

অতএব আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখ তবে আল্লাহ্ তা'লা সম্মানও দান করবেন। তিনি তোমাদের কাছেও আসবেন এবং তোমাদের দোয়াও গ্রহণ করবেন। এই কথাই তিনি (আ.) আমাদেরকে বলছেন। এটি সেই পরিস্থিতি যা আমাদের প্রত্যেকের অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তায় আশ্রয়গ্রহণকারী এবং উর্দ্ধলোকের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারীও হই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের এক ইলহামের বিষয়ে অত্যন্ত বেদনার্ত হয়ে জামাতকে নসীহত করে এবং তাকওয়ার মান উন্নত করার উল্লেখ করে বলেন, " কাল (অর্থাৎ ১৮৯৯ সালের ২২ শে জুন) একাধিক বার খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম হয় যে, তোমরা যদি মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথ ধরে চল, তবে খোদা তোমাদের সঙ্গে হবেন। এর ফলে আমার মনে বড়ই বেদনা পীড়িত হয় যে, আমি কি করব যাতে আমার জামাত প্রকৃত তাকওয়া এবং পবিত্রতা অর্জন করবে? " তিনি বলেন, " আমি এত দোয়া করি যে, দোয়া করতে করতে আমার উপর দুর্বলতা ছেয়ে যায় আর অনেক সময় মূর্ছা গিয়ে জীবন সংশয় পর্যন্ত দেখা দেয়"। তিনি বলেন, যতক্ষন পর্যন্ত না কোন জামাত খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকি হয়, খোদার সাহায্য ও সমর্থন তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৩)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই বেদনা উপলব্ধি করে অন্তরে প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন। আমাদের ইবাদত এবং কুরবানী সমূহ যেন কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্য হয়। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত মারেফাত অর্জনকারী হই এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে ভালবাসার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষাকারী হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়ায় আমরা খোদার পথে বন্দীদেরকে স্মরন করব। আল্লাহ্‌র কারণে তারা বন্দী দশা যাপন করছে। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে তাদেরকে এই ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই তাদের মুক্তির উপকরণও সৃষ্টি করুন। যারা জামাতের কারণে মামলা-মোকাদ্দমায় জড়িয়ে আছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তা থেকে নিষ্কৃতি দান করুন। পাকিস্তান, আলজিরিয়া এবং পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন যারা আহমদীয়াতের কারণে কোন না কোন প্রকারের বিপদাপদের সম্মুখীন হচ্ছেন। জামাতের সার্বিক উন্নতি এবং তাকওয়ার মান উন্নত হওয়ার জন্য অনেক দোয়া করুন। মুসলমান জাতির জন্যও দোয়া করুন যাতে আল্লাহ্ তাদের বিবেক বুদ্ধি দান করেন এবং তাকওয়া সঠিক অর্থ এবং হজ্জ ও কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে এই যুগের ইমামের বয়আত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়। খুতবা সানিয়ার পর দোয়া হবে।

****

ইমামের বাণী

"তোমরা আল্লাহ্‌র শেষ জামাত। সুতরাং তোমরা সেই নেক আমল প্রদর্শন কর যাহার উৎকর্ষতা চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে।"

(কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা: ২৭)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir